CHRI 2019

১০১ টি কারাগার বিশয়ক প্রশ্ন

- আপনি জানেন না, কাকে জিজ্ঞাসা করবেন?

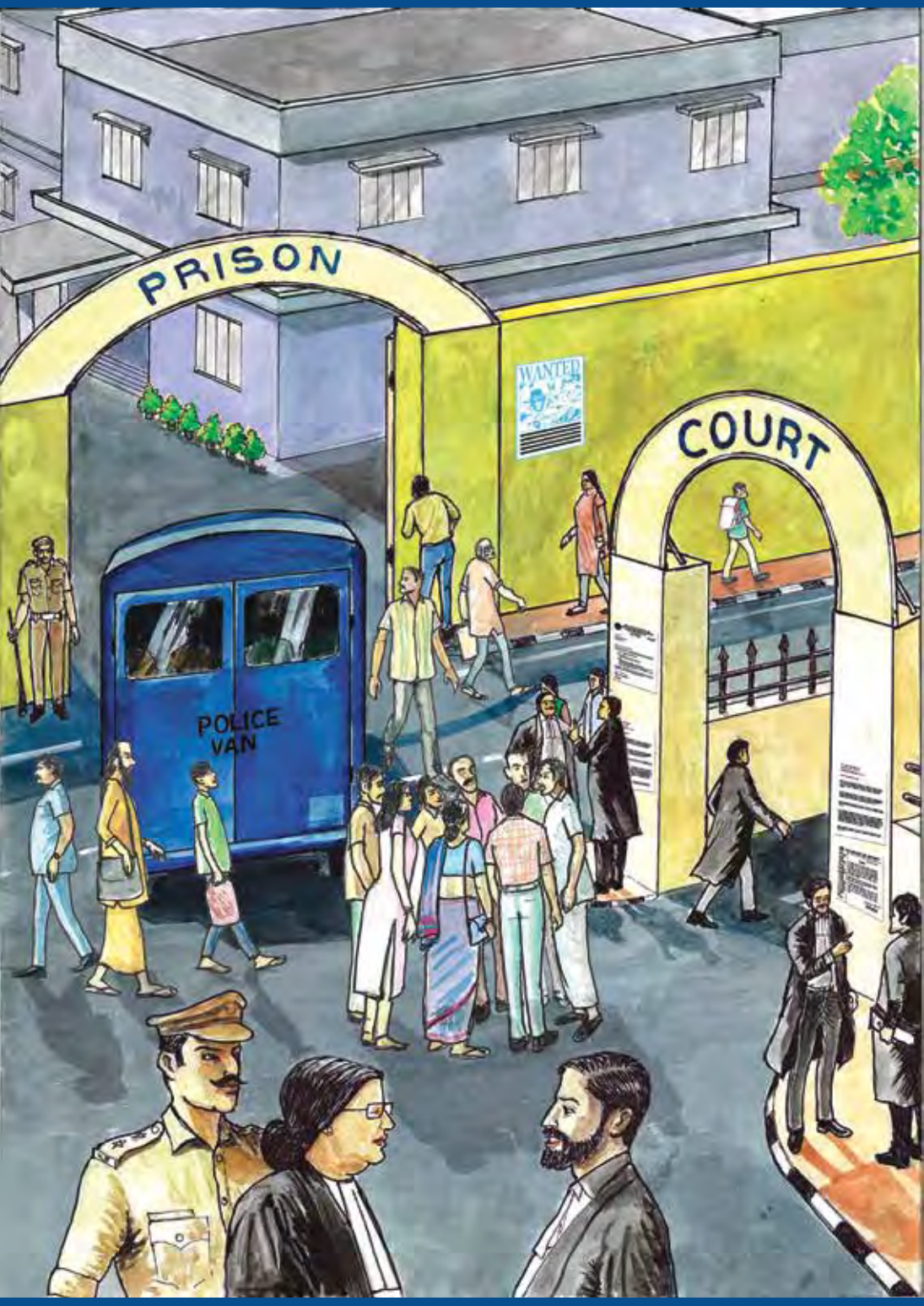

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative
working for the *practical* realisation of human rights
in the countries of the Commonwealth

কমনওয়েলথ মানবাধিকার উদ্যোগ (CHRI) সম্বন্ধে :

কমনওয়েলথ মানবাধিকার উদ্যোগ (CHRI) হল একটি স্বাধীন, অ-লভ্য, অবিভক্ত, আর্ন্তজাতিক সরকারী সংস্থা, যারা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে থাকে । ১৯৮৭ সালে কিছু সংখ্যক কমনওয়েলথ পেশা সম্বন্ধীয় সংস্থা কমনওয়েলথ মানবাধিকার উদ্যোগ (CHRI) এর প্রতিষ্ঠা করে, যেহেতু ৫৩ টি রাষ্ট্রের সংগঠনে মানবাধিকারে খুব কম নজর দেওয়া হয় যদিও কমনওয়েলথ তার সহযিগী রাষ্ট্রে সাধারন আইনের ভিত্তি ভাগ করেছে ।

ইহার প্রতিবেদন ও পর্যায়ক্রমিক তদন্তের মাধ্যমে কমনওয়েলথ রাষ্টে মানবাধিকারে অগ্রগতি ও বিঘ্ন বিষয়ে কমনওয়েলথ মানবাধিকার উদ্যোগ (CHRI) সর্বদা দৃষ্টি আর্কষন করে চলেছে। মানবাধিকারের অপব্যবহারের বন্ধের সমর্থনে বিভিন্ন পন্থা ও ব্যবস্থা কমনওয়েলথ মানবাধিকার উদ্যোগ (CHRI), কমনওয়েলথ এর সচিবালয়, জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল -এর সদস্যদের, সংবাদ মাধ্যমে এবং সুশিল সমাজে জানিয়ে চলেছে । চারপাশের সহযোগীতায় ইহা জনস্বাক্ষরতা অনুষ্ঠানে, নীতি সংলাপে, তুলনামূলক গবেষনায়, তত্ব ও ন্যায় এর প্রবেশাধীকারের বিভিন্ন সমস্যার সমর্থনে কাজ করে চলেছে । (CHRI), Universal Declaration of Human Rights, Commonwealth Harare Principles এবং অন্যান্য আর্ন্তজাতিক স্বীকৃত মানবাধিকার সংগঠন গুলোর এবং কমনওয়েলথ এর সমর্থিত আন্যান্য জাতীয় সংগঠন গুলির প্রতি আনুগত্যর উন্নতি কামনা করে ।

CHRI -এর দপ্তর London, UK এবং Accra, Ghana এবং প্রধান দপ্তর ভারতবর্ষের নয়া দিল্লিতে অবস্থিত ।

আর্ন্তজাতিক উপদেষ্টা কমিশন : জসপাল ঘাই, সভাপতি। **সদস্য :** এলিসন ডাস্কবারি, ওয়াজাহাত হাবিবুল্লা, বিবেক মারু, এডওয়ার্ড মার্টিমার, সাম ওকুডোজো, সঞ্জয় হাজারিকা ।

কার্যনির্বাহি কমিটি (ভারত) : ওয়াজাহাত হাবিবুল্লা, সভাপতি । **সদস্য :** বি.কে. চন্দ্রশেখর, জয়ন্ত চৌধুরি, মাজা দারুওয়ালা, নিতিন দেশাই, কমল কুমার, পুনম মুত্রেজা, জেকব পুনম, ভিনিতা রাই, নিধি রাজদান, এ.পি. শাহ্ এবং সঞ্জয় হাজারিকা ।

কার্যনির্বাহি কমিটি (ঘানা) : সান ওকুডোজো, সভাপতি । **সদস্য :** আকোতো আসপাও, জসপাল ঘাই, ওয়াজাহাত হাবিবুল্লা, কোফি কুয়াসিঘা, জুলিয়েট তুয়াকলি এবং সঞ্জয় হাজারিকা ।

কার্যনির্বাহি কমিটি (UK) : জোয়ানা এওয়ার্ট-জেমস, সভাপতি । **সদস্য :** রিচার্ড বর্ন, প্রলব বরুয়া, টনি ফোরম্যান, নেভিল লিনটন, সুজান ল্যামর্বাট এবং সঞ্জয় হাজারিকা ।সঞ্জয় হাজারিকা একজন আর্ন্তজাতিক চিকিৎসক ।

ISBN : 978-93-81241-80-6 @ 2019. এই রিপোর্ট থেকে উপাদান যথাযতভাবে উৎস স্বীকার করে, ব্যবহার করা যেতে পারে।

CHRI Headquarters, New Delhi
55A, Third Floor, Siddharth Chambers
Kalu Sarai, New Delhi 110 016, India
Tel: +91 11 4318 0200, Fax: +91 11 2686 4688
E-mail: info@humanrightsinitiative.org

CHRI London
Room No. 219, School of Advanced Study
South Block, Senate House, Malet Street
London WC1E 7HU, United Kingdom
E-mail: london@humanrightsinitiative.org

CHRI Africa, Accra
House No. 9, Samora Machel Street, Asylum Down
Opposite Beverly Hills Hotel
Near Trust Towers, Accra, Ghana
Tel/Fax: +233 302 971170
E-mail: chriafrica@humanrightsinitiative.org

www.humanrightsinitiative.org

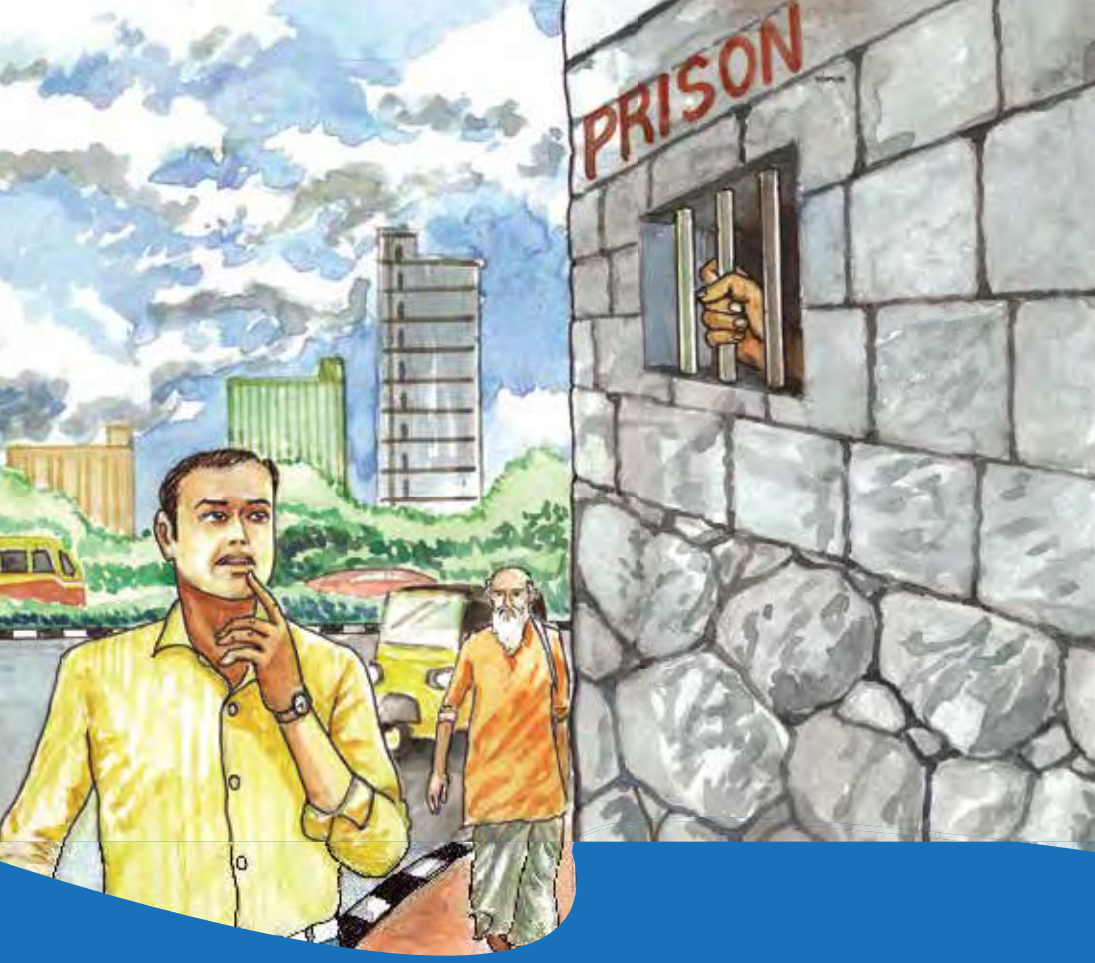

বইটির সম্বন্ধে :

কারাগার হল রুদ্ধ জায়গা । বন্দিদের দৈনিক জীবন যাপন সম্বন্ধে খুবই কম তথ্য পাওয়া যায় । তদপরি, খুব কম মানুষেরই আগ্রহ আছে কারাগারের সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার যদি না সে নিজে সেখানে যায় । ফলস্বরুপ অনেকেরই কৌতুহল বসত বা প্রয়োজন বসত কারাগার সম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাসা যা উত্তর ছাড়াই আছে । এই বইটিতে কারাগার ও কারাজীবন বিষয়ক ১০১ টি সচারচর জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে ।

পরিচালন পদ্ধতি ও অনুসৃত নিয়মের ভিত্তিতে ভারতীয় কারাগার অনেক প্রকার হয় । এর মানে দাঁড়ায় এই প্রশ্নের কোন সরল ও ছোটো উত্তর সম্ভব নয় । ঐ কারাগার, কোন রাজ্যে অবস্থিত, সেই রাজ্যের জেল ম্যানুয়্যালেই এর উত্তর দেওয়া থাকে । অন্তর্নিহিত নীতি প্রায় একই যা এই বইটিতে দেওয়া হয়েছে । CHRI, বিভিন্ন রাজ্যের জেল নীতির উপর কাজ করার প্রচুর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই উত্তরগুলি করা । সর্ব্বপরি বলা যেতে পারে রাজ্যের ভিত্তিতে নিয়ম বিভিন্ন এবং কিছু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র এখানে আলোচনা করা হয়েছে । কোন কিছু বাদ গিয়ে থাকলে সেটি অনিচ্ছাকৃত । আমরা সর্ব্বজন হইতে প্রাপ্য তথ্য ও গবেষণার তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি ।

স্বীকৃতি

কমনওয়েলথ মানবাধিকার উদ্যোগ (CHRI) সেই সকল ব্যক্তি কে ধন্যবাদ জানাতে চায়, যারা তাদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে এই দস্তাবেজকে সমৃদ্ধ করেছেন । এই প্রকাশনাটি কমনওয়েলথ মানরাধিকার উদ্যোগ (CHRI) এর আদলে তৈরী করা হয়েছে ‘‘ভারতের পুলিশের সর্ম্পকে 101 টি জিনিস আপনি জানতে চান কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে কুণ্ঠা বোধ করছিলেন’’ কমনওয়েলথ মানবাধিকার উদ্যোগ (CHRI) এর সিনিয়র উপদেষ্টা মাজা দারুওয়ালা তা কল্পনা করেছিলেন, তিনি যখন সংগঠনের পরিচালক, নবাজ কোটওয়াল প্রাক্তন সমন্বয়ক, পুলিশ সংস্কার কর্মসুচি কমনওয়েলথ মানবাধিকার উদ্যোগ (CHRI) এবং সানা দাস প্রাক্তন সমন্বয়ক, কারা সংস্কার কর্মসুচি কমনওয়েলথ মানবাধিকার উদ্যোগ (CHRI) ।

আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের আন্তর্জাতিক পরিচালক সঞ্জয় হাজারিকাকে, যিনি এই ধরনের দস্তাবেজের নকশা এবং বিষয়বস্তুতে আগ্রহী হয়ে এটি সংশোধন ও প্রকাশনা করতে উৎসাহিত করেছেন । রিচা যোগাযোগ কর্মকর্তা, কমনওয়েলথ মানবাধিকার উদ্যোগ (CHRI) এর গুরুত্বপূর্ণ সংস্করনীয় সরবরাহ করেছেন । মধুরিমা ধানুকা, প্রোগ্রামের প্রধান, কারাগার সংস্কার কর্মসূচী, যিনি এই পত্রিকার সংশোধনী, সম্পাদনা এবং চূড়ান্তকরনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। সুগন্ধা সংঙ্কর, কারা সংস্কার কর্মসূচীর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার । জয়শ্রী সুরীয়নারায়ণা, প্রাক্তন পরামর্শদাতা, কারা সংস্কার কর্মসূচী । রুচিকা নিগম, প্রাক্তন পরামর্শদাতা, কারা সংস্কার কর্মসূচী, যিনি শ্রমসাধ্যভাবে খসড়া ডকুমেন্ট প্রস্তুত করেছেন । ভীনু সম্পত কুমার, কৌশলগত প্রধান এবং রাজা বাগ্গা, সিনিয়র অ্যাডভোকেসি এবং গবেষণা কর্মকর্তা কমনওয়েলথ মানবাধিকার উদ্যোগ (CHRI), লন্ডন । আমরা এই দস্তাবেজকে পরিসমাপ্ত করতে কারা সংস্কার কর্মসূচির অন্যান্য দলের সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি ।

গুরনাম সিং এই দস্তাবেজের জন্য সূক্ষ সৃজনশীল সামগ্রী সরবরাহ করেছেন ।

বঙ্গানুবাদের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ Regional Institute of Correctional Administration (RICA), Kolkata - এর কর্তিপক্ষকে।

সাধারন

১. কারাগার (PRISONS) কি ?

রাজ্য সরকার পরিচালিত কারাবাসের স্থানটিকে কারাগার বলা হয়ে থাকে। যেখানে কোন ব্যক্তি তার কারাদন্ডের সাজা ভোগ করে অথবা যেখানে তাদের বিচারের সমাপ্তি কালীন সময় পর্যন্ত রাখা হয় ।

২. কারাগার (PRISONS) কি হাজত বাসের (POLICE LOCK-UP) সমগোত্রীয় ?

না, দুটি ভিন্ন ধরনের, সন্দেহের কারনে কোন ব্যক্তি কে স্থানীয় পুলিশ যখন জিজ্ঞাসাবাদের কারনে বা গ্রেফতার করার কারনে থানায় নিয়ে রাখে তখন তাকে বলা হয় হাজতবাস। এক্ষেত্রে একমাত্র আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি কেই ২৪ ঘন্টার বেশী হাজতে রাখা যায়।

৩. যে কোনো ব্যক্তিকে কি কারাগারে (PRISONS) পাঠানো যায় ?

বিচারালয়ের বিচারকের নির্দেশ ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠানো যায় না। ১৮ বছরের নীচে কোনো ব্যক্তিকে (বিচারাধীন (UT) অথবা সাজাপ্রাপ্ত (CONVICT) ভারতবর্ষের কোনো কারাগারে রাখার আইন নেই।

৪. ভারতবর্ষের কারাগারগুলিতে কোন আইন প্রজোয্য ?

ভারতবর্ষের কারাগারগুলি ১৮৯৪ সালের কারা আইন প্রজোয্য। প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব কারা আইন ও নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছে । ১৯৫৫ সালের কারা আইন অনুযায়ী বন্দীদের চিকিৎসা, পরিষেবা, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি উল্লেখিত আছে । বিদেশী বন্দীদের স্ব-ভূমি তে প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত আইন ২০০৩ সালে রচিত হয় ।

৫. কার নির্দেশে ভারতবর্ষের কারাগারগুলি পরিচালিত হয় ? কারা দপ্তরের (PRISON DEPARTMENT) প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো কি ধরনের হয় ?

প্রতিটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো ভিন্ন ধরনের । সাধারনত: মহা-পরিচালক, সহ-মহাপরিচালক, মহা-নির্দেশক ই হলেন বিভিন্ন রাজ্যের কারাদপ্তরের প্রধান ।তারা তাদের রিপোর্ট রাজ্যের গৃহ দপ্তরে পেশ করেন। কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল গুলিতে তারা তাদের রিপোর্ট কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রালয়ে পেশ করেন। এই সকল আধিকারীকদের পরবর্ত্তী পর্যায়ে থাকেন যথাক্রমে সহ-নির্দেশক, কারাধক্ষ্য তাদের দায়িত্ব কারাগার পরিচালনা এবং বন্দীদের কল্যাণ সাধন করা । তাদের অধীনে যে সকল আধিকারীক থাকেন তারা হলেন সহ-কারাধক্ষ্য, কারাপাল, সহ-কারাপাল এবং ওয়ার্ডার । ওয়ার্ডারের কাজ হলো বন্দীদের তল্লাশী করা, তাদের গুনতি করা, লক-আপ খোলা এবং বন্ধ করা ইত্যাদি ।

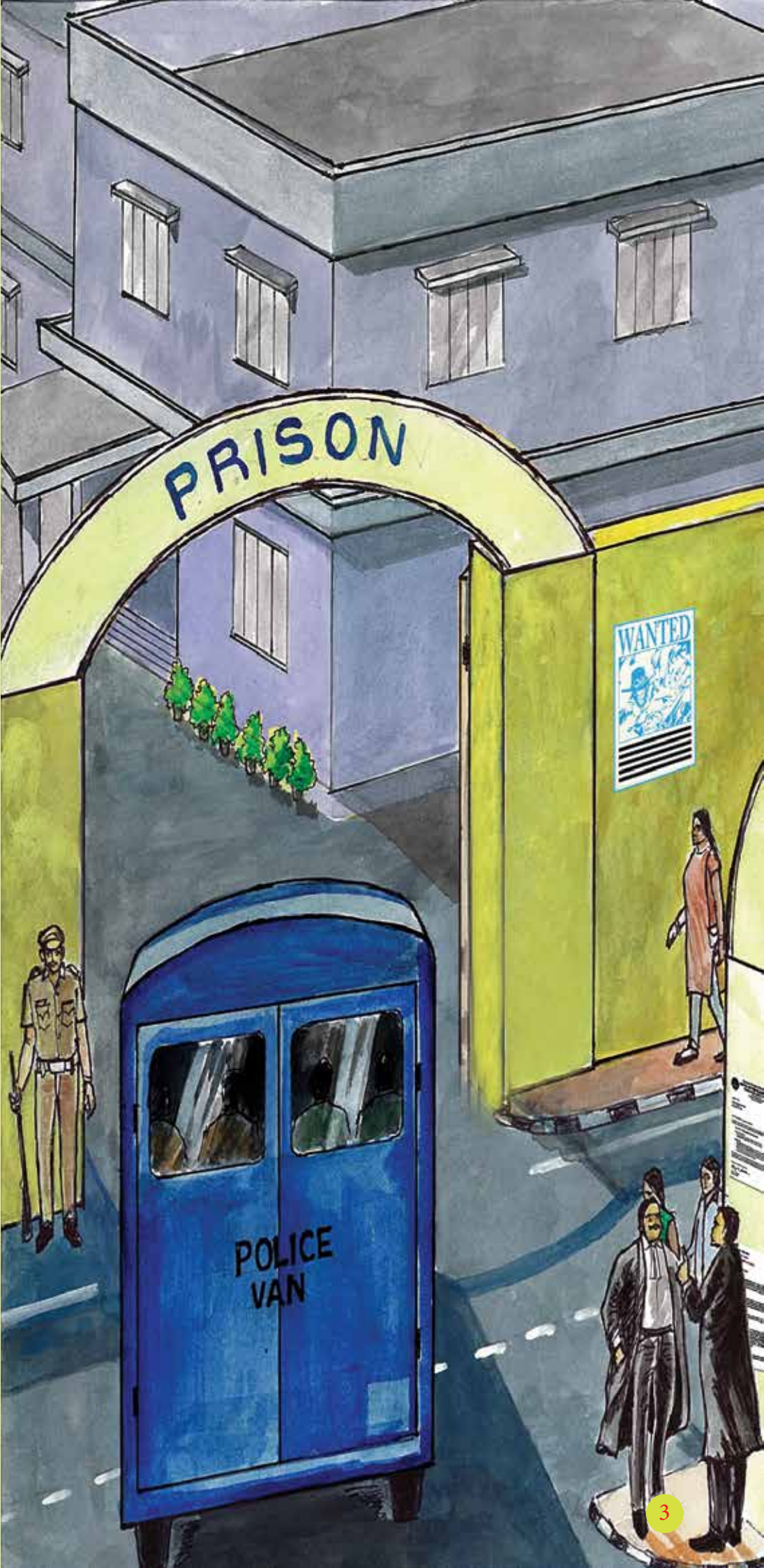
PRISON
WANTED
POLICE
VAN

৬. ভারতবর্ষে কি কোনো প্রকার কেন্দ্রীয় কারা পরিষেবা দপ্তর (INDIAN PRISON SERVICE) আছে ?

না, বর্তমানে ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক পরিষেবা বা কেন্দ্রীয় পুলিশ পরিষেবার ন্যায় কোনো কেন্দ্রীয় কারা পরিষেবা দপ্তর নেই । বর্তমানে দেশের সকল রাজ্যের কারা দপ্তরের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন একজন পুলিশ আধিকারীক, এছাড়াও কারাধক্ষ্য, কারাপাল এবং ওয়ার্ডার সকলেই সেই রাজ্যের কারা পরিষেবা দপ্তরের কর্মী ।

৭. বর্তমানে কয় ধরনের কারাগার আছে ?

বাসস্থানের সুবিধা, নিরাপত্তা, পরিকাঠামো, কর্মীর সমস্যা এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী কারাগার গুলিকে ৭টি ভাগে ভাগ করা যায়, যথাক্রমে :- (১) কেন্দ্রীয় কারা :- এখানে সাজাপ্রাপ্ত এবং বিচারাধীন বন্দীদের রাখা হয়ে থাকে।

(২) জেলা কারা :- এখানে প্রধানত বিচারাধীন বন্দীদের রাখা হয়, তাছাড়াও কেন্দ্রীয় কারা থেকেও সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের এখানে পাঠানো হয়ে থাকে। (৩) উপ-কারা :- এখানে শুধুমাত্র বিচারাধীন বন্দীদের রাখা হয় । (৪) মহিলা কারা:- এখানে শুধুমাত্র মহিলা বন্দীদের রাখা হয় । (৫) উন্মুক্ত কারা :- এটি শুধুমাত্র সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের জন্য এবং এখানে তারা বিভিন্ন কর্মের সাথে যুক্ত থাকে । (৬) ব্রোস্টাল স্কুল :- এখানে ১৮ থেকে ২১ বৎসর বয়সী বন্দীদের রাখা হয় । (৭) বিশেষ কারা :- রাজ্য সরকার অনেক সময় কোনো উপ কারাগার কে বিশেষ কারায় রূপান্তর করতে পারে ।

৮. আসামী কয় ধরনের হয় ?

বিচারকের নির্দেশ অনুযায়ী বন্দীদের নিম্নলিখিত কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হয়:- (১) সাজাপ্রাপ্ত বন্দী :- আইনানুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয় এবং কারাগারে আসেন তখন তাকে সাজাপ্রাপ্ত বন্দী বলা হয়। (২) বিচারাধীন বন্দী :- বিচার পর্ব চলাকালীন যে সকল ব্যক্তিকে কারাগারে রাখা হয় তাদের বিচারাধীন বন্দী বলা হয় । (৩) ডিটেনিস :- যে সকল ব্যক্তিকে প্রতিরোধক অবাধ্য আইনে কারাগৃহে রাখা হয় তাদেরকে ডিটেনিস বলা হয়ে থাকে । (৪) জান খালাস :- বিদেশী বন্দীদের ক্ষেত্রে সাজার মেয়াদ শেষ শেষে তাদের স্বদেশে ফেরৎ পাঠানোর জন্য কিছু খাতায়-কলমের কাজ প্রয়োজন হয় সেই সময় কালে বন্দীদের জান খালাস বলা হয়ে থাকে । (৫) নাগরিক বন্দী : - যে সকল ব্যক্তি উপরোক্ত বিভাগে অর্ন্তভুক্ত নয় এবং নাগরিক আর্থিক দায়বদ্ধতার জরিমানা প্রদান করতে না পারার জন্য আটক থাকে তাদেরকে নাগরিক বন্দী বলা হয় ।

৯. বিভিন্ন ধরনের বন্দীদের জন্য কি বিভিন্ন ধরনের নিয়ম প্রজোয্য ?

কারাগার ম্যানুয়াল অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের বন্দীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের নিয়ম প্রযোয্য আছে ।

ভর্তির নিয়মাবলি

১০. বিচারালয় থেকে কোনো বন্দী কারাগারে এলে প্রথম পর্যায়ে কি ঘটে?

বিচারালয় থেকে প্রথম কারাগারে আসার পরে প্রধান ফটকে যে অফিস থাকে সেখানে কিছু করনীয় কাজ থাকে, যেমন:- বিচারকের অদেশ নামার নিরীক্ষন, বন্দীর দেহের কোনো বিশেষ চিহ্ন থাকলে তা লিপিবদ্ধ করা, উক্ত বন্দীর নাম, ঠিকানা, পিতার নাম, থানা ইত্যাদি হাজিরা খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয় । এরপর বন্দীর দেহ তল্লাশী করা, ডাক্তারী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, তার প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র এবং তার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ।

১১. নথিভুক্তির প্রক্রিয়াটি (ADMISSION PROCESS) কি ধরনের হয়?

বিভিন্ন রাজ্যের উপর বন্দী নথিভুক্তিকরন প্রক্রিয়াটি নির্ভর করে। এক্ষেত্রে যে সকল রাজ্য কারাগার পরিচালন ব্যবস্থা মেনে চলে তারা বন্দীদের ছবি এবং হাতের ছাপ নথিভুক্তির খাতায় লিখে রাখে । এই সব সময় প্রতিটি বন্দীকে আলাদা ভাবে তাদের নিজস্ব History Ticket প্রদান করা হয় । তাতে লেখা থাকে বন্দীর নাম, ঠিকানা, বয়স, তারিখ, তাদের পরবর্তী বিচারের তারিখ এবং বিচারালয়ের নাম । ইহা বন্দীদের নিজস্ব হেফাজতে কারাবাসের শেষ দিন পর্যন্ত যত্ন করে রেখে দিতে হয় ।

১২. বন্দীদের শারীরিক নিরীক্ষন (PHYSICAL SEARCH) পদ্ধতিটি কি ধরনের হয় এবং ইহা কে পরিচালনা করেন ?

বন্দীদের নথিভুক্তিকরনের পরে তাদের কাছে কোনো ধরনের আপত্তিকর দ্রব্য আছে কি-না বা কোনো নিষিদ্ধ নেশার দ্রব্য আছে কি-না তা পরীক্ষা করার জন্য পুরুষ অথবা মহিলা কারা কর্মীরা নিযুক্ত থাকেন ।

বন্দীদের কাছে যদি কোনো ধরনের অলঙ্কার বা টাকা-পয়সা থাকে তা একটি নির্দিষ্ট খাতার লিখে সেই বন্দীকে দিয়ে সহি করিয়ে নেওয়া হয় এবং কারাগারের অফিসে তালাবন্ধ আলমারিতে সুরক্ষিত করে রাখা হয়। এই সম্পূর্ন প্রক্রিয়াটি কারাপাল বা উপ-কারাপালের উপস্থিতিতে ঘটে।

১৩. বন্দীদের শারীরিক সুস্থতার ডাক্তারী পরীক্ষা (MEDICAL EXAMINATION) কি ধরনের ? ইহা কি একান্ত প্রয়োজনীয় ?

প্রতিটি বন্দী কারাগারে আসার ২৪ ঘন্টার মধ্যে ডাক্তারী পরীক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন । কারাগারের উপস্থিত ডাক্তার প্রতিটি বন্দীর জন্য আলাদা আলাদা ভাবে নথি তৈরী করেন তাতে লিপিবদ্ধ থাকে উক্ত বন্দীর নাম, বয়স, ওজন, পূর্বের কোনো রোগের ইতিহাস, কোনো বিশেষ টিকার ইতিহাস ইত্যাদি । নতুন কোনো বন্দী আসার পরে ডাক্তার যদি তার শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন লক্ষ্য করেন তাহলে তৎক্ষন্াত সেটি কারা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন । এই নথিতে লিপিবদ্ধ থাকে বন্দিটির HIV/AIDS, কুষ্ঠ ইত্যাদি ধরনের কোনো গোপন রোগ আছে কিনা বা কোনো মহিলা বন্দী থাকলে সে সন্তান সম্ভবা কিনা । কারাগারে অবস্থান কালে কোনো বন্দী যদি বিচারাধীন বন্দী থেকে সাজাপ্রাপ্ত বন্দীতে পরিনত হয় সেক্ষেত্রে এই নথি অনুযায়ী তার কাজের দ্বায়িত্ব ঠিক করা হয় ।

১৪. কারাগারে বন্দীদের জন্য কি কি সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা আছে ?

বন্দীরা তাদের নিজেদের সাথে রাখা জিনিস বা খাবার খেতে পারে এছাড়া কারাগারের ক্যান্টিন থেকেও প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে পারেন। কারা ম্যানুয়ালে এই সম্পর্কিত একটি তালিকা দেওয়া আছে । সাধারনত: বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (যথা :- মোবাইল, রেডিও, বাদ্যযন্ত্র), সিগারেট, বিড়ি, তামাক, পান, পান মশালা ইত্যাদি কারা অভ্যন্তরে প্রবেশ নিষেধ ।

দন্ত মাজন, ব্রাশ, সাবান, শ্যাম্পু, ন্যাপকিন, গেঞ্জি ,জাঙ্গিয়া, গামছা। চটি, বই, পেন, পেনসিল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য হিসাবে কোনো বন্দী তার কাছে রাখতে পারে । এছাড়া কারাগারে আসার পূর্বে কোনো বন্দী যদি কোনো বিশেষ রোগ জনিত কারনে কোনো বিশেষ ঔষধ সেবন করেন তাহলে কারাগারের ডাক্তারের অনুমতি সাপেক্ষে সেটি তিনি তার কাছে রাখতে পারেন।

১৫. কারা অভ্যন্তরে বন্দীদের বাসস্থান কি ভাবে ঠিক হয় ?

বন্দীদের বয়স, দৈহিক সক্ষমতা, শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা, সাজার ধরন, বিচারালয়ে হাজিরার তারিখ, পূর্ব্ববর্তী অপরাধের হিসাব এবং বর্তমানে শাস্তির মেয়াদ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে তাদের বাসস্থান ঠিক করা হয় । সাধারনত: সাজাপ্রাপ্ত এবং বিচারাধীন বন্দীদের আলাদা রাখা হয়। যে সকল বন্দী জীবনে প্রথম কোনো অপরাধ ঘটিয়ে কারাগারে আসে তাদের সঙ্গে যারা ক্রমাগত অপরাধ করে কারাগারে আসে তাদের একসাথে রাখা হয় না । ২০ থেকে ৫০ জন বা তার বেশী বন্দীকে একটি ঘরে রাখা হয়, এটি অবশ্য নির্ভর করে বিভিন্ন রাজ্যের কারাগার গুলির আয়তন এবং বাসস্থানের উপর ।

কারা অভ্যন্তরে বন্দীদের জীবন

১৬. বন্দীরা কি সারাদিন তাদের ঘরের (WARD) মধ্যে বসে থাকে ?

বিভিন্ন কারাগারে বিভিন্ন সময় কারাগারের বন্দীদের ঘর গুলি খোলা ও বন্ধ করা হয় । সাধারনত : সূর্য অস্ত যাবার সাথে সাথে বন্দীদের ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয় আবার পরদিন সকালে সূর্য উদয় হবার পর ঘরগুলি খুলে দেওয়া হয় । সারাদিন ধরে বন্দীরা তাদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় ঘুরে বেড়াতে পারে না, তার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় ঠিক করা থাকে । কারাগারের নিয়ম অনুযায়ী বন্দীদের সারাদিনে কয়েকবার গুনতি করা হয়ে থাকে ।

১৭. বন্দীরা কি তাদের ধর্মীয় আচার আচরন পালন করতে পারে ?

হ্যাঁ, বন্দীরা তাদের ধর্মীয় রীতি মেনে চলতে পারে, এব্যপারে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে । কিন্তু তারা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে লেখা বিভিন্ন সামগ্রী সঙ্গে রাখতে পারে না (যেমন :- কৃপাণ) । কারাগারের দৈনিক দিনলিপি ও নিয়মের বাইরে তারা তাদের ধর্মীয় আচার আচরন পালন করতে পারে না। বন্দীরা তাদের ধর্মীয় আচার আচরন পালন করার জন্য আলাদা ঘর বা বিশেষ খাদ্যের জন্য কারা অধিকারীকের কাছে আবেদন করতে পারেন ।

১৮. বন্দীদের খাদ্য তালিকায় কি কি থাকে ?

প্রত্যহ তিন থেকে পাঁচ বার বন্দীদের খাদ্য সরবরাহ করা হয়, তার মধ্যে চা, বিস্কুট এবং তিনবার খাবার দেওয়া হয় । কারা ম্যানুয়ালে, কারাধক্ষ্যের ঘরে এবং কারা অভ্যন্তরে বন্দীদের জন্য নির্দিষ্ট খাদ্য তালিকা লিপিবদ্ধ থাকে । তালিকাতে সুষম খাদ্য (যেমন :- ডাল, ভাত, রুটি এবং তার সাথে সবজি, ডিম, মাছ ও মাংস) থাকে । খাদ্য তালিকা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য ও বিভিন্ন জাতির উপর নির্ভর করে। ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী কখনো কখনো কোনো বন্দীকে বিশেষ খাবার দেওয়া হয়ে থাকে । বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, আবার অনেক ক্ষেত্রে বন্দীদের শারীরিক দুর্বলতার ক্ষেত্রে খাদ্য পরিবর্তন করা হয়ে থাকে । কারা হাসপাতালে ভর্তি, অথবা সন্তান সম্ভবা মহিলা ও বাচ্চাদের জন্য অনেক সময় বিশেষ খারারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে ।

১৯. বাহিরের খাবার কি বন্দীরা কারা অভ্যন্তরে খেতে পারে ?

কারাধক্ষ্যের আদেশানুযায়ী বন্দীদের বাড়ী থেকে আনা বিস্কুট,নিমকি, পাউরুটি, মাখন ইত্যাদি খাবার তারা খেতে পারে । এছাড়া ক্যান্টিনের

ব্যবস্থা আছে সেখানে বিস্কুট, নিমকি, পাউরুটি, মাখন, কচুরী, সিঙ্গাড়া, ঢোকলা পাওয়া যায় ।

২০. কারাগারের অভ্যন্তরের স্বাস্থ্য বিধি ও স্বাস্থ্য বিধিসম্মত ব্যবস্থা দেখভাল করার দ্বায়িত্ব কার ?

ইহা দেখার দ্বায়িত্ব কারা কর্মচারী এবং বন্দী উভয়ের । এই সর্ম্পকিত দ্বয়িত্ব কারা ম্যানুয়ালে দেওয়া আছে । সাজাপ্রাপ্ত বন্দী এবং কারাগারের ঝাড়ুদাররা বন্দীদের থাকার জায়গা, বারান্দা, বাথরুম এবং স্নানের জায়গা ইত্যাদি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখে ।

২১. কারাগারে কি বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা হয় ?

প্রত্যেক বন্দীর বিশুদ্ধ জল পান করার অধিকার আছে । এই ব্যাপারে দেখভালের দ্বায়িত্ব প্রত্যেক কতৃপক্ষের, কিছু কিছু কারাগারে আর. ও প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে । কোথাও কোথাও আবার ফিল্টার ছাড়াই পানীয় জল সরবরাহ করা হয়, যা অস্বাস্থ্যকর । আইনি সহায়তা কেন্দ্রের সদস্য এবং কারাগার পরিদর্শনকারী সদস্যগন এই বিষয়ে কারাক তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ জানাতে পারেন ।

২২. বন্দীরা কি ধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়ে থাকে ?

কারা অভ্যন্তরে যখন বন্দী অসুস্থ হয় তখন সেখানে উপস্থিত ডাক্তার কে বিষয় টি জানানো হয় । তাছাড়া, কারা আধিকারীক ডাক্তার কে ডেকে আনতে পারেন, ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেন বা কোনো পরীক্ষা করানোর প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা করে থাকেন অথবা নিকটবর্ত্তী সরকারী হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। ডাক্তার সেই বন্দীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তার খাদ্য তালিকা ঠিক করে

দেন এবং তার শ্রমের পরিবর্তন করে দেন । যে সকল কারাগারে 'প্যাথোলজিক্যাল ল্যাব' আছে সেখানে অসুস্থ বন্দীর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা সেখানেই করা হয় । অসুস্থ বন্দীকে কারাগার থেকেই সমস্ত ঔষধ বিনা পয়সায় সরবরাহ করা হয়ে থাকে ।

২৩. অসুস্থ বন্দীদের চিকিৎসা কি বাইরের কোনো হাসপাতালে করানোর ব্যবস্থা আছে ?

হ্যাঁ, অসুস্থ বন্দীদের চিকিৎসা বাইরের হাসপাতালে করানোর ব্যবস্থা আছে। কারাগারের ডাক্তার প্রয়োজন মনে করলে কিছু বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে বাইরের সরকারী হাসপাতালে বন্দী রোগীর চিকিৎসার অনুমতি দিয়ে থাকেন । এছাড়া বন্দী কারাধক্ষ্যের কাছে বাইরের হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর জন্য অবেদন করতে পারেন অথবা বন্দী তার উকিলের মাধ্যমে বিচারালয়ের বিচারকের কাছ থেকে অনুমতি আদায় করতে পারেন । যেক্ষেত্রে বন্দী কোনো উকিল রাখতে পারেনা সেক্ষেত্রে তারা কারাগারের আইনি সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে আবেদন করতে পারেন ।

২৪. কারাগারে মানসিক রোগীদের চিকিৎসার (MENTAL HEALTHCARE) কি ধরনের ব্যবস্থা আছে ?

প্রাথমিক ভাবে কোনো বন্দী মানসিক রোগের শিকার হচ্ছেন কিনা তা পরীক্ষা করা এবং তার প্রতিকার করা প্রয়োজন । কারাগারের মানসিক ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করেন, প্রতিটি কেন্দ্রীয় কারা এবং জেলা কারায় একজন মানসিক রোগের ডাক্তর থাকবে, সেখানে রোগীর প্রাথমিক পরীক্ষা করা হয়ে থাকে । উপ-কারার ক্ষেত্রে এই ধরনের সুবিধা না থাকার কারনে বন্দীকে নিকটবর্ত্তী কোনো মানসিক সাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানো হয়ে থাকে অথবা কেন্দ্রীয় কারা বা জেলা কারায় তাকে স্থানান্তরিত করা হয়ে থাকে ।সমস্ত কারায় বাধ্যতামূলক ভাবে নিকটবর্ত্তী একটি মানসিক হাসপাতালের সহিত যোগাযোগ রাখতে হয় ।

২৫. বন্দীরা কি কারাগারের ভিতর কোনো শ্রম দান করেন ? এর জন্য কি তারা কোনো প্রকার পারিশ্রমিক (WAGES) পেয়ে থাকে ?

যে সকল ব্যক্তির সশ্রম কারাদন্ড হয় তাদের জন্য নির্দিষ্ট শ্রমের ব্যবস্থা আছে । এক্ষেত্রে কারাপাল বা দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারীক তার শ্রম ঠিক করেন । সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের মধ্যে যারা শিক্ষিত এবং সাজার মেয়াদ বেশী দিনের তাদেরকে কারাগার পরিচালনা করার জন্য অফিসে কাজ করানো হয় । তাদেরকে বলা হয় সাজাপ্রাপ্ত আধিকারীক। সাধারনত: সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের কারা অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের কাজে নিযুক্ত করা হয়ে থাকে, যেমন : - উৎপাদন, রান্না করা, নিরাপত্তা রক্ষা, পরিস্কার করা, রক্ষনা বেক্ষন করা ইত্যাদি । কিছু বন্দীকে আইনি সহায়তা কেন্দ্রের কাজ শিখিয়ে সেখানকার কাজকর্ম দেখাশুনার দায়িত্ব দেওয়া হয় । পারিশ্রমিক নির্ভর করে বন্দীদের কর্ম দক্ষতার উপর, সেক্ষেত্রে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় :- ১. দক্ষ শ্রমিক ২. স্বল্প দক্ষ শ্রমিক এবং ৩. অদক্ষ শ্রমিক । কোনো রাজ্যের নূন্যতম মজুরীর হারের থেকে

কখনোই বন্দীদের পারিশ্রমিক কম হয় না । বিভিন্ন রাজ্যের মজুরীর হার বিভিন্ন ধরনের হয় ।

সাধারন বন্দী এবং বিচারাধীন বন্দীদের কারাগারে কোনো কাজ করানো হয় না । সেক্ষেত্রে যদি তারা স্ব-ইচ্ছায় কোনো কাজের সাথে যুক্ত থাকতে চায় তাহলে তাকে কারাধক্ষ্যের থেকে অনুমতি নিতে হয়, অনুমতি পেতেও পারে আবার নাও পেতেও পারে ।

২৬. কারাগারে যখন কোনো বন্দী মৃত্যু (DEATH) ঘটে তখন কি করনীয় ?

কারাগারে কোনো বন্দী মৃত্যু ঘটলে যা যা করনীয় সেগুলি হল :-
১. ফৌজদারী আইন ১৯৭৩ র ১৭৪ এবং ১৭৬ ধারা অনুযায়ী সেই এলাকার হাকিম যিনি আছেন তাকে জানাতে হবে ।
২. সেই এলাকার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকর্তা যিনি আছেন তাকে সেই ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত করার জন্য জানাতে হবে ।
৩. ঘটনা ঘটার ২৪ ঘন্টার মধ্যে জাতীয় এবং রাজ্য মানবাধিকার দপ্তরে সেটি জানাতে হবে ।

বন্দী মৃত্যু ঘটলে তার কারন গুলি তদন্ত করে দেখতে হবে, ঘটনাটি স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক, ডাক্তারী পরিষেবায় কোনো ত্রুটি ছিল কিনা ইত্যাদি।এছাড়াও বন্দীর পরিবারকে যতশীঘ্র সম্ভব মৃত্যুর ঘটনাটি জানাতে হবে।

২৭. বন্দীদের কি কোনো অধিকার (RIGHTS) ও কর্তব্য (DUTIES) আছে?

ভারতবর্ষের সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক বন্দীর কিছু প্রাথমিক অধিকার আছে, যার মধ্যে কিছু কিছু সংকুচিত করা হয়েছে । তাদের অব্যশই কিছু কর্তব্য আছে, যেগুলি তাদের প্রত্যেককে মেনে চলতে হয় । পালন করতে হয় কারাগারের কিছু নিয়ম -কানুন । প্রত্যেক বন্দী অপর বন্দীকে যথাযথ সম্মান দেখানো, দপ্তরের বিভিন্ন কর্মীদের সাথে ভাল ব্যবহার করা, অন্য কারোর উপর মিথ্যা দোষারোপ না করা, অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের সাথে বিরূপ আচরন না করা ইত্যাদি । সরকারী সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি বা ধ্বংস না করা । প্রত্যেক বন্দীর অবশ্যই কর্তব্য তাদের নিজেদের থাকার জায়গা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ।

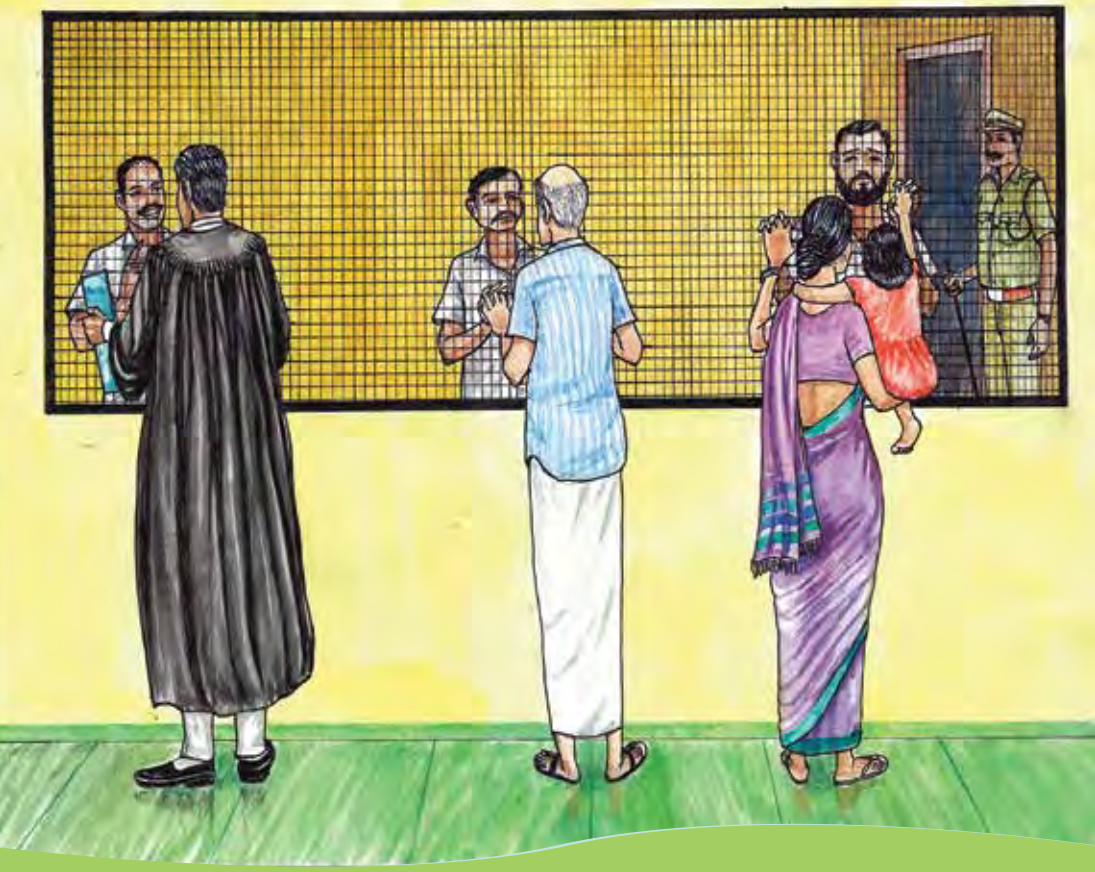

পরিবার, বন্ধু এবং উকিলের সাথে যোগাযোগ

২৮. কারাগারে বন্দীদের সাথে কারা, কিভাবে দেখা করতে পারে ?

কারাগারের নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে এবং নির্দিষ্ট সময়ে বন্দীদের বাড়ীর লোকজন, বন্ধু-বান্ধব বা তার ব্যক্তিগত উকিল তার সাথে দেখা করতে পারে । সাজাপ্রাপ্ত, বিচারাধীন, সাধারন বন্দীদের প্রকারভেদে সপ্তাহে দুই দিন বা সপ্তাহে এক দিন দেখা করার নিয়ম চালু আছে । বন্দীদের সাথে এই দেখা করার বিষয়টি কে কারাগারের ভাষায় 'মুলাকাত' বা দর্শন বলা হয় ।

২৯. বন্দীদের সাথে দেখা করার (MULAQAT OR INTERVIEW) এই পর্যায় টি কোথায় সংগঠিত হয় ?

বন্দীদের সাথে দেখা করার ঘরটি কারা অভ্যন্তরে একটি সাধারন জায়গায় হয়, যেখানে দুই তরফের মধ্যে একটি তারের জাল, রড বা কাচ দিয়ে বিভক্ত করা থাকে । নিয়ম অনুযায়ী একজন বন্দীর সাথে ১০ মিনিট থেকে ৩০ মিনিট বা তার বেশী সময় দেখা করা যায়। কিছু বন্দীর ক্ষেত্রে সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে দেখা করার ব্যবস্থা থাকে। দেখা করার পূর্ব্বে দর্শনকারীদের তল্লাশী করেন কারাকর্মীরা অপরদিকে দেখা করার আগে এবং পরে বন্দীর দেহ তল্লাশী করা হয়, যাতে তারা কোনো নিষিদ্ধ বস্তু কারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করাতে না পারে।

৩০. বন্দীরা কি ভাবে দেখা করার আবেদন করতে পারে ?

বন্দীদের দেখা করার বিষয়টি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে, যথা দূরাভাষ যন্ত্রের মাধ্যমে, 'ওয়েব পোর্টাল', সাধারন ভাবে দেখা করার আবেদন ইত্যাদি। এর জন্য বাইরে থেকে সাক্ষাৎ প্রার্থী আবেদন করেন এবং অনুমতির জন্য অপেক্ষা করেন। কারাগারে বন্দীদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য সাক্ষাৎ প্রার্থীকে অবশ্যই তার সচিত্র পরিচয় পত্র সঙ্গে আনতে হয় ।

৩১. সাক্ষাৎ প্রার্থীরা কি তাদের বাড়ীর লোককে খাবার, জামাকাপড় বা ঔষধ দিতে পারে ?

সাক্ষাৎ প্রার্থীরা কি তাদের বাড়ীর লোককে এই সকল জিনিস দিতে পারে, কিন্তু কারাকর্মীদের তত্ব-তল্লাশ করার পরে এগুলি দেওয়া যায় । দেখা হওয়ার পরে তারা কারাগারের মূল ফটকে এসে এই সকল দ্রব্য কারাকর্মীর অধীনে দিতে পারেন । সাক্ষাৎ প্রার্থীরা তার বাড়ির লোককে কারাগারের ক্যান্টিন থেকে খাবার কিনে খাবার জন্য নগদ টাকাও দিতে পারেন, যেটি ঐ বন্দীর নামে তহবিলে জমা করা হয় । পরে সেই বন্দী ঐ টাকা তুলে কিছু কিনতে পারে ।

৩২. বন্দীরা কি কারা অভ্যন্তরে দূরাভাষ যন্ত্র ব্যবহার করতে পারে ? সেই অর্থ কে বহন করে ?

যে সকল কারাগারে এই সুবিধা আছে সেখানকার বন্দীরা সেটি ব্যবহার করতে পারে। এক্ষেত্রে বন্দীদের দুটি বা তিনটি নম্বর আগে থেকেই অফিসে দিয়ে রাখতে হয়। এগুলি বন্দীদের আত্মীয়সজন, বন্ধু কিংবা উকিল বাবুর হয়। এই দূরাভাষ যন্ত্র ব্যবহার করার জন্য মূল্য বাবদ অর্থ বন্দীকেই বহন করতে হয়। এই দূরাভাষ যন্ত্রের কলগুলির সময়কাল এবং ফ্রিকোয়েন্সির মূল্য বিভিন্ন কারায় বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে ।

৩৩. বন্দীরা কি চিঠি লেখার অনুমতি পেয়ে থাকে ? তার খরচ কে বহন করে ?

বন্দীরা তার বাড়ীর লোককে, বন্ধুকে বা আত্মীয়-স্বজনকে চিঠি পাঠাতে পারে, এক্ষেত্রে তাকে আবেদন করতে হয় বা কোনো ছবি বা দস্তাবেজ প্রদর্শন করতে হয় । বন্দীর দ্বারা লিখিত পত্রটি কারাগারের দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারীক পরীক্ষা করেন, যদি লক্ষ্য করা যায় সেটিতে কোনো প্রকার আক্রমনাত্মক অথবা কোনো সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে সেই অংশটি বাদ দিয়ে দেওয়া হয় । কিছু বন্দীকে কারাগার থেকে লেখার সামগ্রী বা ডাকটিকিট প্রদান করা হয় সেটি কারাধক্ষ্য ঠিক করেন । বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বন্দীদেরই এই ব্যয় বহন করতে হয় ।

৩৪. বন্দীরা কি তাদের পরিবারের সাথে ‘ভিডিও কনফারেন্সিং’ এর সাহায্যে কথা বলতে পারে ?

যে কারায় এই ব্যবস্থা আছে সেখানে বন্দীকে আবেদন করতে হয় কারা আধিকারীকের কাছে এবং তার অনুমতি সাপেক্ষে সেটি সম্ভব । যেক্ষেত্রে অনুমতি মেলে না সেক্ষেত্রে বন্দী বিচারালয় থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি গ্রহন করতে পারেন । ‘ই-প্রিজন সুইট’ এর মাধ্যমে এই ব্যবস্থার সুযোগ বন্দীরা পেতে পারেন ।

৩৫. কোনো বন্দী কি তার স্ত্রীর সাথে অন্য কারাগারে গিয়ে দেখা করতে পারেন ?

কারা আধিকারীক কোনো বন্দীকে অন্য কারাগারে গিয়ে তার স্ত্রীর সাথে দেখা করার অনুমতি দিতে পারেন । সেক্ষেত্রে ঐ বন্দীকে আধিকারীকের কাছে আবেদন করতে হয় । ইহা একই কারাগারে বা একই শহরের অন্য কারাগারে সম্ভব ।

৩৬. কোনো বন্দী কি তার বাচ্চার সাথে দেখা করার অনুমতি পায় ?

কোনো বন্দী তার বাচ্চার সাথে দেখা করার অনুমতি পায় । কারাগারের অফিসের ভিতর কোনো একটি বিশেষ ঘরে এই ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ছয় বৎসরের কম বয়সী বাচ্চা তার মায়ের সাথেই কারাগারে থকতে পারে । কোন কোন রাজ্য তার বাবার সাথেও থাকার অনুমতি দেয় । যে সকল ক্ষেত্রে কোন বন্দীর বাচ্চা আশ্রয় নিবাসে থাকে সেক্ষেত্রে কারা আধিকারীক এবং আশ্রয় নিবাসের আধিকারীক সেই বন্দীকে নিয়মিত সেই বাচ্চার সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করেন ।

৩৭. যদি কোন বন্দীর বাড়ীর লোক অনেক দূরে থাকে তখন অন্য কোন উপায়ে তার বাড়ীর লোকের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে?

এইরকম ক্ষেত্রে বন্দী তার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী কারাগারে বদলী করার জন্য আবেদন করতে পারেন । কারা আধিকারীক সেই বন্দীর আবেদন অনুযায়ী অপর কারাগারের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনা করে অনুমতি দিতে পারেন । অন্য উপায় হিসাবে 'ভিডিও কনফারেন্সিং' অথবা দূরাভাষ যন্ত্রের মাধ্যমে সেই বন্দীকে তার বাড়ীর লোকের সাথে দেখা করানোর ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারেন ।

৩৮. কোনো বন্দীর উকিল কি তার মক্কেলের সাথে কারাগারে দেখা করতে পারেন ? বন্দীদের দেখা করার মতোই কি এক্ষেত্রে দেখা করতে হয় ?

হ্যাঁ, কোনো উকিলের যখন প্রয়োজন তার মক্কেলের সাথে দেখা করা তার কর্তব্য । সাধারনত কারাগারের কোনো বিশেষ ঘরে বা কোনো বিশেষ জায়গায় এই ধরনের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে । উকিল যথা দিনে, যথা সময়ে দেখা করার জন্য কারা আধিকারীকের সহিত যোগাযোগ করতে পারেন ।

বিনোদনমূলক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা

৩৯. কারা অন্তরালে বন্দীরা দৈনিক পত্রিকা, বই ইত্যাদি পড়ার সুযোগ পায়?

বন্দীরা কারা আধিকারীকের অনুমতি সাপেক্ষে তার কাছে বই রাখতে পারেন। এছাড়া কারাগারের গ্রন্থাগারে বন্দীরা পত্রিকা, বই ইত্যাদি পড়ার সুযোগ পায় ।

৪০. বন্দীরা কি কোনো প্রকার গান-বাজনা অথবা অন্য কোনো সংস্কৃতি মূলক অনুষ্ঠান করতে পারে ?

সংস্কৃতি মূলক অনুষ্ঠান বিভিন্ন কারায় বিভিন্ন রকমের হয় । কিছু কিছু কারাগারে সামগ্রিক ভাবে বেতার অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় বা দূরদর্শনের অনুষ্ঠান তারা তাদের ঘরে বসে নির্দিষ্ট সময়ে দেখতে পায় । বন্দীদের সক্ষমতা অনুযায়ী কোন ব্যান্ড বা নাটক করার অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে । কোথাও কোথাও আবার ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, ক্যারাম ইত্যাদি খেলার ব্যাবস্থা আছে ।

৪১. বন্দীরা কি কোনো ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষন (EDUCATIONAL COURSE) গ্রহন করতে পারে ?

বন্দীরা কারাগারে থাকাকালীন সময়ে তাদের পড়াশুনা করতে পারেন । তাদের যে কোনো ধরনের পরীক্ষায় অংশগ্রহন করার অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে । বন্দীরা পড়াশুনা করার জন্য বই, পেন, পেন্সিল তাদের বাড়ীর লোকেদের কাছ থেকে অথবা বন্ধু-বান্ধব বা নিজের খরচে কেনার অনুমতি পেয়ে থাকে । এছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে সরকারী ভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে । অনেক কারাগারে বন্দীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষন হিসাবে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র বা তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের থেকে কম্পিউটার প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয় । এই ধরনের প্রশিক্ষন গ্রহন করার জন্য বন্দীদের আবেদন করতে হয় ।

৪২. বন্দীরা কি তাদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক এ্যকাউন্ট খুলতে পারে ?

হ্যাঁ, বন্দীরা তাদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক এ্যকাউন্ট খুলতে পারে । কিছু কিছু রাজ্য তাদের সকল বন্দীদের জন্য ব্যাঙ্ক এ্যকাউন্ট খুলে দেবার ব্যবস্থা করে । এই সকল ব্যাঙ্ক এ্যকাউন্টে তারা তাদের কারাগারে থাকাকালীন অবস্থায় শ্রমের পারিশ্রমিক জমা করতে পারেন ।

৪৩. বন্দীরা কি কারাগারে থাকাকালীন অবস্থায় ভোটের অধিকার পায় ?

কারাগারে থাকাকালীন অবস্থায় বন্দীরা ভোটের অধিকার পায় না । কিন্তু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি পেতে পারে ।

আইণি প্রতিনিধির প্রবেশ

৪৪. বন্দীদের কি নিজস্ব উকিল ঠিক করার অধিকার আছে ?

হ্যাঁ, প্রত্যেক বন্দীর তার নিজস্ব পছন্দ মাফিক উকিল ঠিক করার স্বাধীনতা আছে । সে গ্রেফতার হবার পরেই তার এই অধিকার জন্মায়। তার উকিল তাকে হাজতে প্রশ্নোত্তর পর্ব চলাকালীন সময়ে উপস্থিত থাকতে পারে এবং তার জামিনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারেন এবং তার মুক্তির উপায় বার করতে পারেন । বন্দীর উকিলের প্রয়োজনে তিনি কারাগারে গিয়ে বন্দীর সহিত দেখা করতে পারেন এবং তার কেসের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আলোচনা করেন ও কেসের অগ্রগতি সর্ম্পকে বন্দীকে ওয়াকিবহাল করেন ।

৪৫. যদি কোনো বন্দী উকিল নিযুক্ত করতে অক্ষম হয় সেক্ষেত্রে কি হয় ?

১৯৮৭ আইণি পরিষেবা আইনের ১২(জি) ধারা অনুসারে প্রত্যেক বন্দীর জন্য আইণি সহায়তা কেন্দ্র থেকে বিনা খরচায় উকিলের বন্দোবস্ত করা হয়ে থাকে। আইণি সহায়তা কেন্দ্রের দ্বায়িত্ব থাকে সংশ্লিষ্ট বন্দীর বিচারালয়ে হাজির এবং শুনানি কালীন উকিলের ব্যবস্থা করা ।

৪৬. আইণি সহায়তা কেন্দ্র (LEGAL SERVICES AUTHORITY) কি ?

জাতীয়, রাজ্য এবং তালুকে আইণি সহায়তা কেন্দ্র (LEGAL SERVICES AUTHORITY) রয়েছে, তারা প্রত্যেক বন্দীদের এবং সাধারন মানুষকেও নিঃখরচায় সাহায্য করে থাকে। তাদের দায়িত্ব থাকে কোনো একজন গ্রেফতার হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাকে বিচারালয়ে হাজিরার সময় উকিল নিয়োগ করা । কোনো ব্যক্তি গ্রেফতার হওয়ার পরবর্তী কালে যখন আদালতে প্রথম দিন হাজিরা দেয় সেই সময় যদি কোনো বন্দীর ব্যক্তিগত উকিল না থাকে তবে ম্যাজিস্ট্রেট আইণি সহায়তা কেন্দ্রের (LEGAL SERVICES AUTHORITY) মাধ্যমে উক্ত বন্দীর জন্য একজন উকিল নিযুক্ত করেন ।

যদি কোনো বন্দীর ব্যক্তিগত উকিল না থাকে অথবা তার নিযুক্ত উকিল বন্দীর সাথে দেখা করতে না আসে সেক্ষেত্রে উক্ত বন্দী আইণি সহায়তা কেন্দ্রে অথবা কারা আধিকারীকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, তখন আইণি সহায়তা কেন্দ্র অথবা কারা আধিকারীক পক্ষ থেকে উক্ত বন্দীর জন্য একজন উকিল নিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা হয় ।

৪৭. কোনো বন্দী কি ভাবে আইণি সহায়তা কেন্দ্রের (LEGAL SERVICES AUTHORITY) মাধ্যমে উকিল নিযুক্ত করতে পারেন ?

কোনো বন্দী কারাগারে উপস্থিত আইণি সহায়তা কেন্দ্রের উকিল বাবুকে বা কোনো প্যারালিগ্যাল সদস্য কে তার প্রয়োজনের কথা বলতে পারেন অথবা এই ব্যাপারে তারা কারা আধিকারীকের সহিত যোগাযোগ করতে পারেন।

৪৮. আইণি সহায়তা কেন্দ্র (LEGAL SERVICES AUTHORITY) থেকে কি ধরনের সাহায্য করা হয়ে থাকে ?

আইণি সহায়তা কেন্দ্র (LEGAL SERVICES AUTHORITY) থেকে বিনা খরচায় যে সকল কাজ করা হয়ে থাকে - (১) বিচারালয়ের ফিস এবং অন্যান্য প্রসেসিং ফিস প্রদান (২) আদালতে আইণি প্রদর্শন (৩) আদালতের অনান্য নির্দেশ, রায় (৪) বিভিন্ন আদেশের প্রতিলিপি করার খরচ, অনুবাদকের খরচ, আবেদন করার খরচ ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

৪৯. আইণি সহায়তা কেন্দ্রের (LEGAL SERVICES AUTHORITY) উকিল কি কোন অর্থ পেয়ে থাকেন ?

না, বন্দীদের কাছ থেকে কোন অর্থ তারা পান না, যদি এই ব্যাপারে কোন উকিল কোন বন্দীর কাছ থেকে কোন অর্থ দাবী করেন তাহলে সেই বন্দী আইণি সহায়তা কেন্দ্রে এই বিষয়ে অভিযোগ জানাতে পারেন ।

৫০. কি ভাবে একজন বন্দী জানতে পারবেন যে আইণি সহায়তা কেন্দ্রে (LEGAL SERVICES AUTHORITY) থেকে তার জন্য উকিল নিযুক্ত হয়েছেন ?

আইণি সহায়তা কেন্দ্র (LEGAL SERVICES AUTHORITY) থেকে কোন বন্দীর জন্য উকিল নিযুক্ত হবার পর ঐ বন্দীকে লিখিত চিঠি দিয়ে জানানো হয় অথবা কারাগারে যে সরকারী উকিল থাকেন তাকে জানানো হয় । উক্ত চিঠিতে উকিলের নাম এবং যোগাযোগ নম্বর দেওয়া থাকে ।

৫১. কোন বন্দী কি তার কেসের ব্যাপারে তার উকিলের সাথে আলোচনা করতে পারেন ?

হ্যাঁ, বন্দী তার উকিলের সাথে দেখা করে জামিনের আবেদন, বিচারের জন্য প্রস্তুতি বা দরখাস্তের পর্যালোচনা ইত্যাদি ব্যাপারে আলোচনা করতে পারেন । বন্দী তার হাজিরার দিনে তার উকিলের সাথে দেখা করতে পারেন । যদি কোন বন্দীকে "Video Conferencing" এ হাজির করা হয় সেক্ষেত্রে সে তার উকিলের সাথে প্রয়োজনীয় কথা বলার জন্য দেখা করতে পারেন ।

৫২. কারাগারের আইণি সহায়তা কেন্দ্র কি ধরনের ?

জাতীয় আইণি সহায়তা কেন্দ্রের আইন অনুযায়ী প্রতিটি কারায় আইণি সহায়তা কেন্দ্রের অফিস রাখা বাধ্যতামূলক। তাদের কাজ কারাগারে যে সকল প্যারালিগ্যাল সদস্য আসেন এবং কারাগারে দর্শনকারী উকিলের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা ।

কারাগারের শৃঙ্খলা

৫৩. কারা অভ্যন্তরে কোন বন্দী কোন কুকর্ম করলে কারা আইন অনুযায়ী কি ব্যবস্থা নেওয়া হয় ?

কারা অভ্যন্তরে বন্দীদের শাস্তির বিধান কারা ম্যানুয়ালে দেওয়া আছে । প্রত্যেক বন্দীর স্বেচ্ছাচারীতার জন্য শাস্তির বিধান আছে। যদি কোন বন্দী কারা আইন লঙ্ঘন করে সেক্ষেত্রে যা করনীয় তাহা নিম্নরুপ:-

১. কারা আইনে কি বলা আছে তাকে তা জানানো।
২. আত্মপক্ষ সমর্থনের বক্তব্য শোনা।
৩. তার বিরুদ্ধে কি ধরনের শাস্তি হতে চলেছে তাকে জানানো ।
৪. আইন অনুযায়ী কি ধরনের আবেদন করা যাবে ।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং ঘটনা সমূহ বিবেচনা করে কারা অধিকারীক শাস্তির বিধান দিতে পারেন ।

৫৪. কারাগারে বন্দীদের শাস্তি কয় প্রকার ?

ইহা দুই প্রকার লঘু এবং গুরুতর । লঘু শাস্তি হিসাবে তাকে সাবধান করে দেওয়া বা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি, গুরুতর শাস্তির মধ্যে পরে তার সঞ্চিত উপশম কেটে নেওয়া, অন্য কারায় বদলি করে দেওয়া, তাকে কঠোর নজরদারী এবং নিরাপত্তার মধ্যে রাখা, তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরন আদায় করা ইত্যাদি । যদিও বিচারিক মূল্যায়ন না করে কাওকে অন্য কারায় বদলী করা হয় না । এই শাস্তির বিধান প্রতিটি রাজ্যের কারা ম্যানুয়ালে লিখিত আছে । কোন কোন রাজ্যে শাস্তি হিসাবে নির্জন কারাবাসের বিধান আছে ।

৫৫. নির্জন কারাবাস কথাটি অর্থ কি ?

নির্জন কারাবাস কথাটি অর্থ হল কোন বন্দীকে সারাদিনের মধ্যে ২২ ঘন্টা বা তার বেশী সময় ধরে অন্যদের থেকে আলাদা করে রাখা । যদিও বিভিন্ন রাজ্যের কারা ম্যানুয়াল অনুযায়ী কোন কারা আধিকারীককে নির্জন কারাবাস প্রদানের অনুমতি দেয়, প্রধান বিচারালয়ের বিভিন্ন নির্দেশ অনুসারে । যদিও এটি কেবলমাত্র উপযুক্ত আদালত প্রদান করতে পারে ।

৫৬. কোন বন্দীকে কি অনির্দিষ্ট কালের জন্য নির্জন কারাবাসে (SOLITARY CONFINEMENT) রাখা যায়?

না, ভারতীয় দন্ডবিধি আইন (IPC) ১৮৬০ অনুযায়ী ১৪ দিনের বেশী কোন বন্দীকে নির্জন কারাবাসে রাখা যায়না, যদি বেশী দিন হয় তখন তার মাঝ খানে কিছু দিন ছাড় দেওয়া হয় । দায়রা আদালতের বিচারকের নির্দেশ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে ৩০ দিনের বেশী নির্জন কারাবাসে রাখা যায় না এবং সর্ব্বোচ্চ তিন মাসের বেশী কোন আদালতের বিচারক কাউকে নির্জন কারাবাসের নির্দেশ দিতে পারেন না।

৫৭. নির্জন কারাবাস (SOLITARY CONFINEMENT) এবং বিচ্ছিন্নকারী ঘর (ISOLATION) কি একই ধরনের ?

না, দুটি ভিন্ন ধরনের হয় । কারাগারের নিরাপত্তা বা অন্যান্য কারনে কোন বন্দীকে অপর বন্দীদের থেকে পৃথক করে রাখা কে বিচ্ছিন্নকারী ঘর বা ISOLATION বলা হয়, অপর দিকে নির্জন কারাবাসের অর্থ হলো সেই বন্দীকে একাকী করে দেওয়া এক্ষেত্রে অপর বন্দীদের মুখ দেখা যাবে না এই ধরনের নয় ।

৫৮. বন্দীদের কি কখনো মারধোর করা বা চেন-শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়?

না, কারা অভ্যন্তরে কোন বন্দীকে মারধোর করা বা চেন-শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয় না, ইহা আইনত দন্ডনীয় । এই সর্ম্পকে দেশের সব্বোর্চ্চ আদালতের নির্দেশ আছে । বর্তমানে অধিকাংশ রাজ্যেই কারা আইন সংশোধন করা হয় নি, তাই এখনো এই ধরনের শাস্তির বিধান লেখা আছে । একজন বন্দীর উপর অন্যায় ভাবে শাস্তি হলে সে প্রতিবাদ করতে পারে বা তার উকিলের মাধ্যমে আবেদন করতে পারে। এছাড়া, কারা পরিদর্শনকারী সদস্যদের কাছেও অভিযোগ জানাতে পারে।

৫৯. নিরাপত্তা জনিত কারনে কারা অভ্যন্তরে কি অস্ত্র ও বলপ্রয়োগ করা যায় ?

কারা অভ্যন্তরে অস্ত্র ও বলপ্রয়োগ কয়েকটি ক্ষেত্রে ঘটে যেমন- ১. কোন বন্দী পালানোর ক্ষেত্রে যেখানে কারারক্ষীদের দ্বারা আটকানো সম্ভব নয়। ২. যে ক্ষেত্রে কারাগারের প্রধান ফটক ভাঙার চেষ্টা করা হয় অথবা পাঁচিল ভাঙার চেষ্টা করা হয় । ৩. কারা কর্মচারী বা অন্য কারোর উপর আক্রমন ঘটলে যদি মরনাপন্ন অবস্থা তৈরী হয় বা মৃত্যু ঘটে । কারারক্ষীরা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে বন্দীকে ভয় দেখানোর জন্য যে সে গুলির সামনে দঁড়িয়ে আছে ।

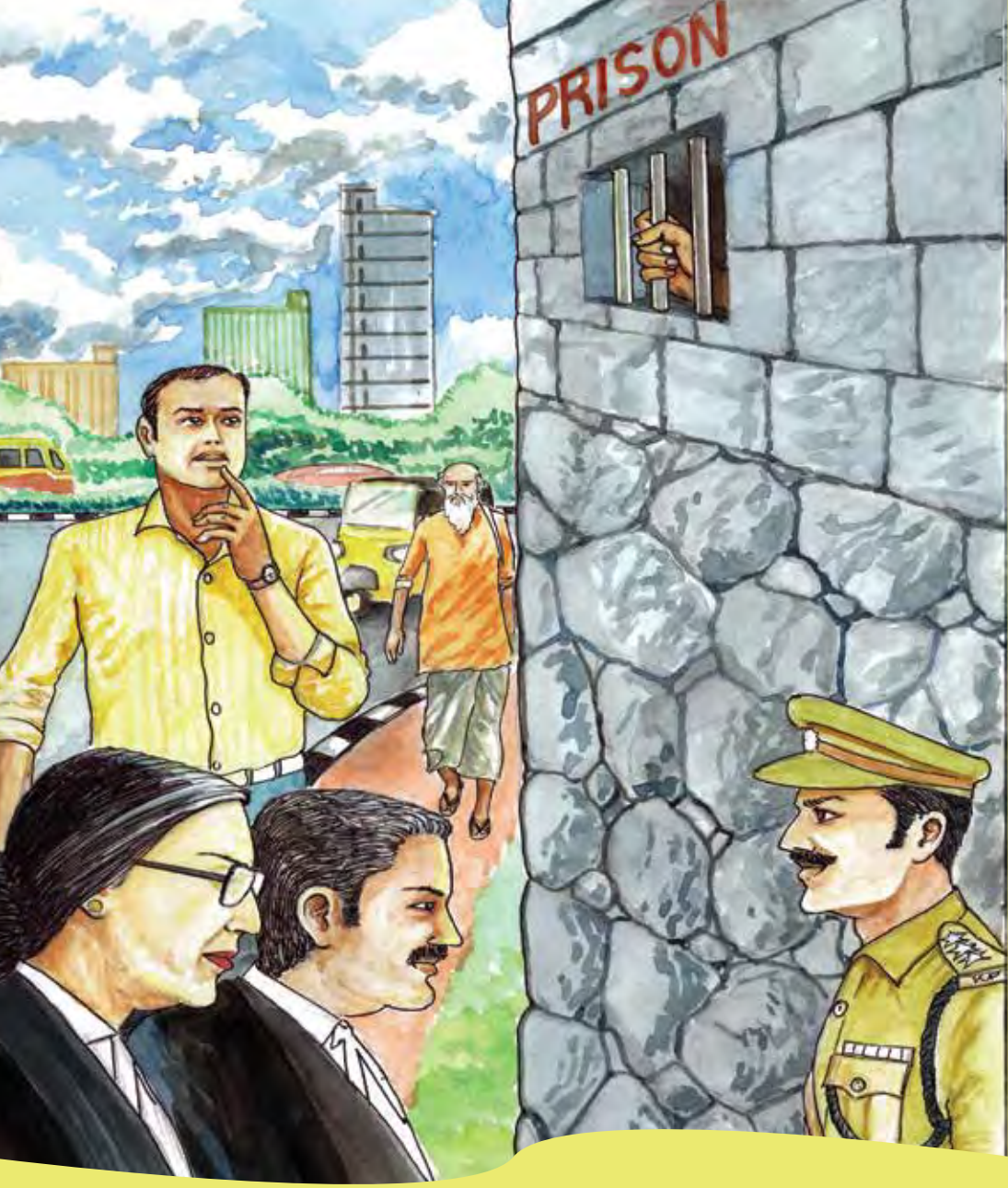

দুঃখ কষ্টের প্রতিকার ও কারাগারের অমনোযোগীতার জন্য ভুল বা ত্রুটি

৬০. কোন বন্দী যদি কোন সমস্যায় পরে তহলে কি অভিযোগ জানাতে পরেন ?

হ্যাঁ, কোন বন্দী যদি কোন কারাকর্মীর থেকে রূঢ় ব্যবহার পেয়ে থাকে বা কোন অন্য বন্দী দ্বারা অক্রান্ত হয় বা ডাক্তারী ব্যাপারে যদি কোন সমস্যা হয় বা তার পারিবারিক বা আইনি সমস্যা বা আইনী সহায়তা কেন্দ্র থেকে যদি কোন সাহায্য না পায় অথবা খাদ্য এবং বাসস্থান সম্পর্কিত কোন সমস্যা হলে অভিযোগ জানাতে পারেন ।

৬১. কোন বন্দী তার অভিযোগ উচ্চপদস্থ কোন কোন কারা আধিকারীকের কাছে জানাতে পারেন ?

কোন বন্দী তার অভিযোগ পত্র মহানির্দেশক কারা দপ্তর, সরকারের কাছে অথবা আদালতের কাছে জমা দিতে পারেন । এছাড়া তারা তাদের অভিযোগ কারায় দর্শনকারী সদস্যদের কাছে বা তার নিজস্ব উকিলের কাছে বা জেলা ও দায়রা আদালত বা যে কোনো জজ সাহেবের কাছে জানাতে পারেন ।

৬২. কারাগারে বন্দীদের নালিশের কারন ও প্রতিবিধান কি ?

২০১৬ সালের মডেল কারা ম্যানুয়াল অনুযায়ী প্রতিটি কারায় বন্দীদের অভিযোগ শোনার জন্য একটি সক্রিয় অভিযোগ ও প্রতিবিধান দপ্তর থাকা উচিত । ইহাও বলা আছে বন্দীদের অভিযোগ জমা দেবার জন্য একটি বাক্স কারাগারের সকলের নজরের সামনে উন্মুক্ত জায়গায় রাখতে হবে । এও বলা আছে বাক্সটি তালা বন্ধ থাকবে এবং তার চাবি থাকবে কারাগারের উপ-কারাধক্ষ্যের কাছে । কারাগারের মধ্যে অবস্থিত আইনি সহায়তা কেন্দ্রে এইরকম আর একটি বাক্স রাখতে হবে এবং সেটির চাবি থাকবে জেলা আইনি সহায়তা দপ্তরের সচিবের কাছে ।

৬৩. কারাগার পরিদর্শন কে করতে পারেন ?

কারাগার পরিদর্শন দুই স্তরে হয়ে থাকে । পরিদর্শনকারী দেখেন যে কারাগারটি সমস্ত আইন, নিয়ম কানুন মেনে চলছে কিনা এবং বন্দী রা তাদের ন্যায্য অধিকার পাচ্ছে কিনা ।

১. অর্ন্তবর্ত্তী অথবা প্রশাসনিক অনুসন্ধান পরিচালনা করেন রাজ্য কারা প্রশাসন এবং

২. বর্হি বিভাগ অনুসন্ধান পরিচালনা করেন স্বাধীন ভাবে পরিচালিত কারা প্রশাসনের সদস্য, যার মধ্যে থাকে বিভিন্ন অর্ন্তদেশীয় এবং আঞ্চালিক সংগঠনের সদস্যবৃন্দ ।

৬৪. কারাগার অনুসন্ধান কোন বহিরাগত সমিতি পরিচালনা করেন ?

অনেক সমিতির সদস্য কারাগার নিয়মিত ভাবে পরিদর্শন করেন, তার মধ্যে বিচারালয়ের আধিকারীক (জেলা জজ এবং প্রধান বিচারালয়ের উচ্চপদস্থ বিচারকবর্গ), পরিদর্শনকারী সমিতি, পদাধিকার বলে এবং বেসরকারী পরিদর্শনকারী, বিচারাধীন পরীক্ষক সমিতি, জাতীয় এবং রাজ্য আইনি সহায়তা কেন্দ্রের সদস্য, এবং জাতীয় এবং রাজ্য মানবাধিকার কমিশন ।

৬৫. পরিদর্শন সমিতির (BOARD OF VISITORS) সদস্য কারা ?

২০১৬ সালের মডেল কারা ম্যানুয়ালে কারা পরিদর্শরকারী সভ্যদের বিষয়ে উল্লেখ আছে, যা বিভিন্ন রাজ্যের কারা আইনের উপর নির্ভর করে :

সরকারী ভাবে জেলা ও দায়রা আদালতের জজ সাহেব অথবা মহকুমা বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, সরকারী আধিকারীক যেমন - জেলাশাসক অথবা মহকুমা আধিকারীক, জেলা আরক্ষাধক্ষ্য, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারীক, মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারীক, পি.ডব্লু.ডি -এর কার্যনির্বাহী বাস্তুকার ও সহ বাস্তুকার, জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারীক, জেলা সমাজ কল্যান আধিকারীক, জেলা কর্ম সংস্থান আধিকারীক, জেলা কৃষি সংক্রান্ত আধিকারীক, জেলা শিল্প আধিকারীক ।

বেসরকারী ভাবে যে সকল সদস্য কারা পরিদর্শনকারী হিসাবে থাকেন তার মধ্যে তিন জন থাকেন রাজ্য বিধান সভার সদস্য (যার মধ্যে একজন মহিলা), একজন কে ঠিক করে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন এবং দুই জন থাকেন জেলাস্তরের সমাজসেবী (যার মধ্যে একজন মহিলা যার কারা প্রশাসন এবং বন্দীদের সাহায্য করার মানসিকতা

আছে), এছাড়া অন্যান্য জগৎ এর লোক যুক্ত থাকেন, যেমন- মনস্তত্ত্ববিদ, আইন এবং ঔষধ সংক্রান্ত ইত্যাদি । এই সংগঠনে কতজন সদস্য থাকবেন তা কেন্দ্রীয়, জেলা এবং উপ কারার উপর নির্ভর করে ।

৬৬ কারা পরিদর্শনকারী সদস্যদের (BOARD OF VISITORS) কাজ কি ?

কারা পরিদর্শনকারী সদস্যদের (BOARD OF VISITORS) কাজ হলো কারাগারের অবস্থা নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিলক্ষন করা, বন্দীদের অভিযোগ শোনা এবং কারাগারের ভালমন্দ সম্পর্কে তাদের মতামত সেখানকার কতৃপক্ষকে জানানো।

এই সকল সমিতির সদস্যরা যে সকল বিষয় গুলি লক্ষ্য রাখেন সেগুলি হল :- বন্দীদের সুযোগ সুবিধা (যেমন - থাকার জয়গা, হস্তশিল্প প্রশিক্ষনের জায়গা, অন্যান্য বাড়ী ঘর), বন্দীদের খাদ্যের পরিমাপ ও পরিমান, জলের ব্যবস্থা, স্নানের জায়গা, রান্না করার জায়গা, হাসপাতাল, ঔষধের জোগান, হাসপাতাল পরিচালনা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষন, শিক্ষা, গ্রন্থাগার, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং বন্দীদের শাস্তিদান ইত্যাদি ।

৬৭. বিচারাধীন বন্দী পর্যালোচনা সমিতি (UNDER-TRIAL REVIEW COMMITTEE) কি ?

১৩৮২ সালের কারাগারের অমানুষিক অবস্থা সর্ম্পকিত প্রধান বিচারালয়ের যে নির্দেশ এপ্রিলের ২০১৫ তারিখ অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় বিচারাধীন বন্দী পর্যালোচনা সমিতি চালু করতে হবে । এদের কাজ প্রতেক মাসে বন্দীদের বিচারের পর্যালোচনা করে অযথা কারাগারে বন্দী দশা থেকে দ্রুত মুক্তির জন্য অনুমোদন করা । তারা প্রত্যেক তিনমাস অন্তর একবার এই অনুমোদন করেন ।

৬৮. বিচারাধীন বন্দী পর্যালোচনা সমিতির (UTRC) সদস্য কে হন ?

বিচারাধীন বন্দী পর্যালোচনা সমিতির সদস্য প্রত্যেক জেলা থেকে ৫ জন থাকেন তার মধ্যে থাকেন জেলা ও দায়রা জ্জ (চেয়ারম্যান), জেলা শাসক, জেলা আরক্ষাধক্ষ্য, কারাগারের অধীক্ষক এবং আইনি সহায়তা কেন্দ্রের সভাপতি ।

৬৯. কোন কোন কেসের ক্ষেত্রে বিচারাধীন বন্দী পর্যালোচনা সমিতি (UTRC) পর্যবেক্ষন করে থাকে ?

নিম্নলিখিত বন্দীদের কেসের ব্যাপারে বিচারাধীন বন্দী পর্যালোচনা সমিতি পর্যবেক্ষন করে থাকে :

১. ১৯৭৩ সালের ফৌজদারী আইন অনুযায়ী যে সকল বন্দী ৪৩৬ (এ) ধারায় অভিযুক্ত ।

২. ফৌজদারী আইন অনুযায়ী যে সকল বন্দী ৪৩৬ ধারায় অভিযুক্ত ।

৩. বিচারাধীন বন্দী যে কোন বিচারালয় থেকে জামিনে মুক্ত হয়ে গেছে কিন্তু টাকা দিতে অক্ষম ।

৪. ফৌজদারী আইনের ১৬৭(২)(এ)(১)&(২) ধারা অনুযায়ী যে সকল বন্দী জামিন পেতে পারে -

অ)যেক্ষেত্রে অনুসন্ধান ৯০ দিনের মধ্যে শেষ হয় নি ।

আ) যেক্ষেত্রে অনুসন্ধান ৬০ দিনের মধ্যে শেষ হয় নি । ই) যেক্ষেত্রে অনুসন্ধান ১৮০ দিনের মধ্যে শেষ হয় নি [১৯৮৫ সালের এন.ডি.পি.এস এর ধারা ৩৬(এ) (যেখানে কোন ব্যক্তি ধরা পরে ধারা ১৯, ধারআ ২৪ অথবা ধারা ২৭(এ) অথবা অপরাধ সংগঠিত করে কোন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে)]

৫. ফৌজদারী আইনের ১০৭, ১০৮, ১০৯ এবং ১৫১ ধারা অনুযায়ী যদি কোন বিচারাধীন বন্দী থাকে ।

৬. পি.ও অ্যাক্টের ৩ ধারায় যদি কোন বিচারাধীন বন্দী থাকে এবং তার সাথে ১৮৬০ সালের ভারতীয় দন্ডবিধি আইনের ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৪০৪, ৪২০ ধরায় অভিযুক্ত থাকে অথবা কেউ যদি অপরাধ ঘটানোর পরে অতিরিক্ত ২ বছরের জন্য কারাগারে বন্দী থাকে ।

৭. বিচারাধীন বন্দী যে জটিল ধারায় অভিযুক্ত ।

৮. ১৯৫৮ এর পি.ও এ্যাক্ট অনুযায়ী সর্ব্বআধিক ২ বছরের সাজা হয়েছে।

৯. বিচারাধীন মহিলা বন্দী ।

১০. কোন অসুস্থ বন্দী যে কোন বিশেষ চিকিৎসাধীন ,সেক্ষেত্রে তাকে ফৌজদারী আইনের ৪৩৭ ধারা অনুযায়ী জামিন পেয়ে থাকে ।

১১. মানসিক প্রতিবন্ধী বন্দী ।

১২. ১৯ থেকে ২১ বছর বয়সী কোন ব্যক্তি যদি প্রথমবার অপরাধ করে থাকে ও তার ৭ বছরের কম সাজা হয় এবং সে তার সাজার ১/৪ ভাগ সাজা খাটা হয়ে যায় ।

১৩. কোন বন্দীর জামিন অযোগ্য কেস যদি বিচারকের কাছে চলতে থাকে এবং বিচারালয়ে হাজিরার প্রথম দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে কোন সাক্ষী হাজির করাতে না পারে ।

১৪. সাজাপ্রাপ্ত বন্দী যে তার সাজা খাটছে অথবা সরকারের কাছ থেকে উপশম পেয়ে মুক্ত হতে চলেছে ।

৭০. কারাগার পরিলক্ষনের (MONITOR PRISONS) ক্ষেত্রে বিচারপতিগনের কোন দায়িত্ব থাকে ?

বিচারপতিগনের মধ্যে জেলার বিচারপতি তার জেলার কারাগারগুলি সময়ান্তরে পর্যবেক্ষন করেন এবং পরিবেশন করেন প্রয়োজনীয় কার্যনির্বাহক সম্পর্কিত অন্তর্বিভাগীয় রক্ষনা বেক্ষন । তারা সমিতির সদস্য হিসাবে পর্যালোচনা করেন এবং রিপোর্ট তৈরী করেন কারাগারের সাস্থ্য, কোন নিয়মবর্হিভুত আটক, বন্দীদের কোন বিষয়ে ক্ষোভ এবং অনুসন্ধান করেন কোন কেসে আঘাত ঘটলে, মৃত্যু হলে অথবা কারাঅভ্যন্তরে শাস্তির ঘটনা ঘটলে সেই সকল বিষয়ে ।

বিচারালয়ের নির্দেশে কোন বন্দীকে পুন:রায় কারাগারে পাঠানো হলে এবং যে ক্ষেত্রে বিচারালয় তার রক্ষক, তাকে বোঝানো তারা তার সংবিধিবদ্ধ মঙ্গল কারী । তারা কারা প্রশাসন, কারা বন্দী বিশেষত দুর্বল দলগুলির চিকিৎসা ও আইনি প্রক্রিয়াগুলিতে অ্যাক্সেসের মানদন্ড র্নিধারন করে এমন নির্দেশিকাগুলি বাস্তবায়নের বিষয়টিও দেখতে পারে।

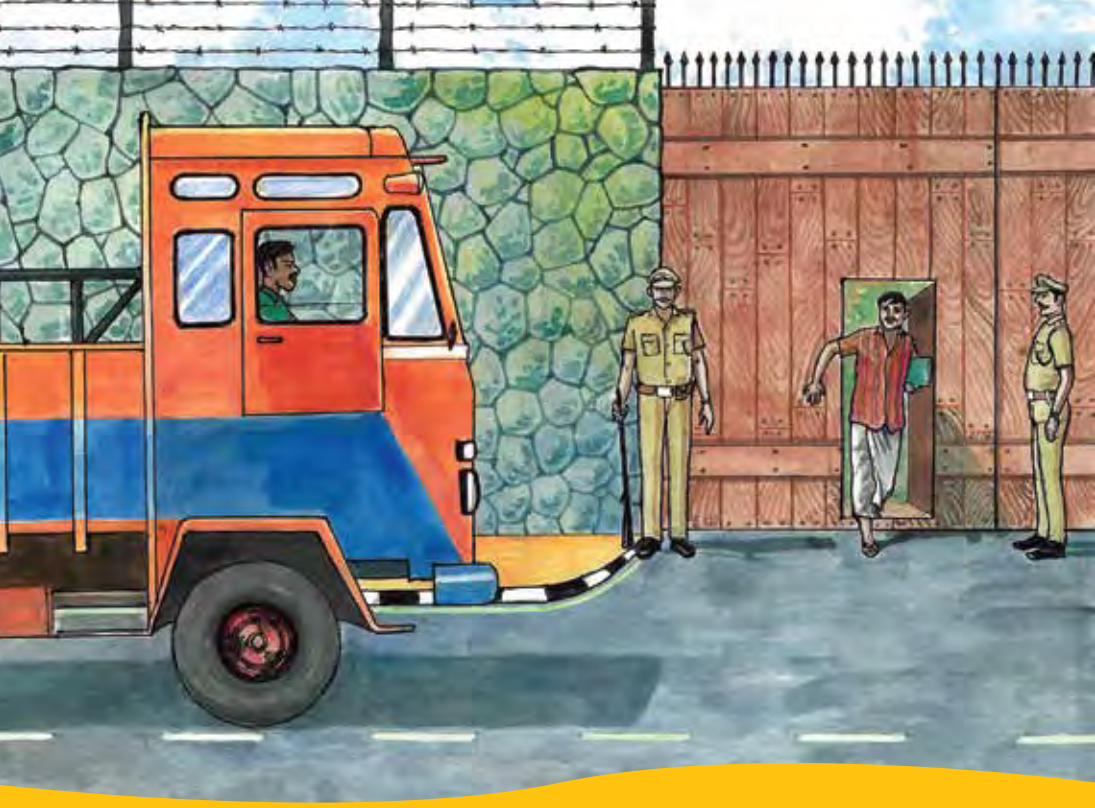

বচন (প্যারোল), সাময়িক ছুটি, উপশম এবং অকাল মুক্তি

৭১. বচন (PAROLE) কি ?

বচন (PAROLE) হলো অস্থায়ী মুক্তি যেটি অল্প সময়ের জন্য হয় । তাদের পরিবারের সাথে সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা এবং তাদের জাতিভিত্তিক পারিবারিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা রক্ষা করা । কোন বন্দীর অস্থায়ী মুক্তির সময়কালকে তার সাজার মেয়াদের সময়ের মধ্যে ধরা হয় না, তার জন্য তাদের সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও অতিরিক্ত সময় কারাগারে বন্দী থাকতে হয় ।

৭২. সাময়িক ছুটি (FURLOUGH) কি ?

সাময়িক ছুটি (FURLOUGH) অর্থাৎ কোন বন্দী নির্দিষ্ট কিছু বৎসর কারাবাস করার সময়কালে যদি সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করে থাকে এবং কারাগারের সকল শৃঙ্খলা মেনে চলে তখন তার জন্য এই ধরনের সাময়িক ছুটির ব্যবস্থা করা হয় , কারা অভ্যন্তরে সকলের সাথে ভালো ব্যবহারের এটি একটি উদ্দীপক । এক্ষেত্রে যে সময়কাল বন্দী সাময়িক ছুটিতে কারাগারের বাইরে থাকে সেই সময়কালকে তার সাজার মেয়াদের মধ্যে ধরা হয় না এবং এর জন্য তাকে সাজার মেয়াদের অধিক সময় কারাগারে বন্দী থাকতে হয় ।

৭৩. কোন বন্দী কি তার পরিবারের বিপদে সাময়িক ছুটি (TEMPORARY RELEASE) পেতে পারে ?

সাময়িক মুক্তি বা আকস্মিক মুক্তি দেবার অধিকার একমাত্র কারাবিভাগের প্রধানের আছে । সাধারনত কয়েকটি ক্ষেত্রে এই ধরনের ছুটির জন্য আবেদন করা যায়, যথা :-

ক) কোন বন্দীর পরিবারের কেউ যদি মারা যায় বা ভীষন অসুস্থ হয় বা সেই বন্দী যদি নিজেই মারাত্মক অসুস্থ থাকে,

খ) বন্দী নিজের বা তার পরিবারের কারোর যদি বিবাহের অনুষ্ঠান থাকে,

গ) কৃষি কাজের জন্য যেমন- চারা রোপন, ফসল তোলা অথবা ফসল ফলানোর জন্য,

ঘ) এছাড়াও যদি কোন জরুরী কারন থাকে ।

৭৪ সাময়িক মুক্তির (TEMPORARY RELEASE) অবেদন করার নিয়ম কি?

কোন বন্দী যদি মনে করেন সাময়িক মুক্তির (TEMPORARY RELEASE) জন্য আবেদন করবেন তাহলে তিনি কারাগারের প্রধান যিনি আছেন তার কাছে আবেদন করতে পারেন। কারাধক্ষ্য সেই আবেদনটি পরীক্ষা করে সেটি উপযুক্ত কতৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেবেন, যিনি সেটিকে জেলাশাসকের মাধ্যমে এস.পি র কাছে পাঠাবেন । এস.পি তার রিপোর্ট পাঠাবেন জেলাশাসকের মাধ্যমে উপযুক্ত কতৃপক্ষের কাছে। যদি কোন ক্ষেত্রে এস.পি র দ্বারা তার মুক্তি নামন্জুর হয় তাহলে তিনি তার উপযুক্ত কারন রিপোর্টে উল্লেখ করবেন । কতৃপক্ষ তখন সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন ।

উক্ত বন্দীকে তার আবেদনের উপর নেওয়া সমস্ত নির্দেশাবলী (নামন্জুর হলে তার কারন সমেত) তাকে জানাতে হবে । সাময়িক মুক্তির ক্ষেত্রে বন্দীকে কিছু শর্ত মেনে চলতে হবে যেমন - নগদ অর্থ অথবা জামানত প্রদান, কারাগারে ফিরে আসার জন্য মুচলেখা, মুক্তি কালীন সময়ে ভালো ব্যবহারের আশ্বাস এবং সাময়িক মুক্তির সময় শেষ হবার পর কারাগারে ফিরে আসার আশ্বাস প্রদান করতে হয় ।

৭৫. উপশম (REMISSION) কি ?

উপশম (REMISSION) হল একটি পদ্ধতি যেখানে বন্দীর ভালো ব্যবহার এবং কারা আইনের প্রতি আনুগত্য লক্ষ্য করা হয় । যখন এই দুটি বিষয়ে কোন বন্দী যোগ্যতা অর্জন করে তখন তাকে উপশম (REMISSION) অথবা কারাবাসের মেয়াদ কিছুটা লাঘব করা হয় । কোন বন্দীর প্রতি মাসের উপশম (REMISSION) হিসাবে একজন বন্দীর কারাবাসের মেয়াদের তিন ভাগের এক ভাগ সর্বাধিক উপশম (REMISSION) হিসাবে অর্জন করতে পারে ।

৭৬. বিভিন্ন ধরনের উপশম (REMISSION) কি কি ?

উপশম (REMISSION) তিন ধরনের হতে পারে, যথা :-
ক) ১৯৮৪ সালের কারা আইন অনুযায়ী অথবা রাজ্যের কারা আইন অনুযায়ী,
খ) ফৌজদারী আইন ৪৩২ অনুযায়ী সরকার উপশম (REMISSION) প্রদান করতে পারে,
গ) ১৯৫০ সালের ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭২ অথবা ১৬১ অনুযায়ী কোন রাজ্যের প্রধান ব্যক্তির উপশম (REMISSION) প্রদান করার অধিকার আছে ।

৭৭. কারা কতৃপক্ষ কি ধরনের উপশম (REMISSION) দিতে পারে ? ক) সাধারন উপশম (REMISSION):- কারাধক্ষ্য অথবা তার পরিবর্তে যিনি দায়িত্বে থাকেন তিনি এই ধরনর উপশম (REMISSION) প্রদান করতে পারেন । ইহা পাইবার যোগ্যতা এবং পরিমাপ রাজ্য কারা ম্যানুয়ালে দেওয়া আছে । সাধারনত কোন বন্দী ২ মাস বা তার বেশী সময়ের জন্য কারাগারে এলে এই ধরনের সাধারন উপশম লাভ করে থাকে । ভালো ব্যবহারের জন্য একমাসে তিনদিন হিসাবে ইহা ধরা হয়, তিনদিন তার কাজের যোগ্যতা, রাত প্রহরার জন্য ৮ দিন, এক বছর ধরে ভালো থাকার জন্য ৩০ দিন সাধারন উপশম (REMISSION) লাভ করা যায় ।

খ) বিশেষ উপশম (REMISSION):- কারাধক্ষ্যের সুপারিশে কারা দপ্তরের প্রধান ব্যক্তির মাধ্যমে এই বিশেষ উপশম (REMISSION) লাভ করা

যায়। ইহার যোগ্যতা ও পরিমাপ বিভিন্ন রাজ্যের কারা ম্যানুয়ালে দেওয়া আছে । সাধারনত: বন্দীদের বুদ্ধিদীপ্ত কোন কাজ কর্মের জন্য এই বিশেষ সুবিধা লাভ করা যায় । ইহার মধ্যে আছে কোন সরকারী কর্মচারী অথবা কারা পরিদর্শনকারীর জীবন বাঁচানো, কোন কারা আধিকারীক যিনি কোন জরুরী অবস্থার মোকাবিলায় (যেমন- অগ্নি নির্বাপন, দাঙ্গা এবং অবরোধ ইত্যাদি) ব্যস্ত তার প্রান বাচানো, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে অভাবনীয় অবদান, শিক্ষাক্ষেত্রে অথবা শিল্পকর্মে, কৃষিকাজে অথবা অন্যান্য উন্নয়নমুলক কর্ম অথবা বৃত্তি প্রশিক্ষনে ইত্যাদি । বিশেষ উপশম (REMISSION) একবছরে ৩০ দিনের বেশী দেবার নিয়ম নেই ।

৭৮. অকাল মুক্তি (PREMATURE RELEASE) কি ?

কোন বন্দীর সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে তাকে মুক্তি দেওয়াকেই অকাল মুক্তি (PREMATURE RELEASE) বলা হয় । ইহা নিম্নলিখিত কয়েক ধরনের হয় :-

ক) ফৌজদারী আইনের ৪৩৩ ধারা অনুযায়ী কোন সাজাপ্রাপ্ত বন্দীর সাজার মেয়াদ লঘুকরণ অথবা অন্য কোন বন্দীর সাজা লঘুকরণ,

খ) ফৌজদারী আইনের ৪৩২ অনুযায়ী বন্দীর মেয়াদী সাজা প্রদানের মাধ্যমে।

গ) ভারতীয় দন্ডবিধি আইনের ৭২ অথবা ১৬১ ধারা অনুযায়ী রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদান,

ঘ) কোন বন্দী তার সাজার মেয়াদকালে ভালো ব্যবহার করলে যে বিশেষ আইনের দ্বারা কোন রাজ্য সেই বন্দীকে মুক্তি দিতে পারে ।

৭৯ অকাল মুক্তির (PREMATURE RELEASE) অনুমতি পাবার নিয়ম কি ?

প্রতিটি রাজ্যে একটি সমিতি তৈরী করা হয় তারা কোন বন্দীকে অকাল মুক্তির (PREMATURE RELEASE) জন্য প্রস্তাব করেন। এই সমিতির বিভিন্ন নাম আছে যেমন - দন্ডাদেশ পর্যালোচনা সমিতি, রাজ্য সমিতি ইত্যাদি । বিভিন্ন রাজ্য অনুযায়ী তার নামের বদল হয়। সাধারনত এর মধ্যে কারা দপ্তরের প্রধান ব্যক্তি এবং প্রধান পরীক্ষা ও বিচারবিভাগীয় আধিকারীক থাকেন । এই সমিতির প্রয়োজন প্রতিদিন কারাগার পরিদর্শন করা এবং যে সকল বন্দী মুক্তির জন্য উপযুক্ত তাদের নির্বাচন করা ।

কারাগারের প্রতিটি আধিকারীক উপযুক্ত বন্দীকে বেছে নিতে উদ্যোগ নিয়ে থাকেন এবং সেই বন্দীর ব্যাপারে অধিক যুক্তিপূর্ন নোট তৈরী করেন । তাতে সেই বন্দীর পারিবারিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট, তাদের অপরাধের বিষয় এবং সেই ঘটনার সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা সর্ম্পকে উল্লেখ থাকে । এই নোটে সর্বদা কারাগারে থাকাকালীন অবস্থায় বন্দীর ব্যবহার ও আচার আচরন প্রতিফলিত হবে । তার সাথে সেই বন্দীর শারিরীক ও মানসিক ব্যাপারেও উল্লেখ থাকবে ।

৮০. প্রত্যেকটি বন্দীর কি অকাল মুক্তি (PREMATURE RELEASE) পাবার অধিকার আছে ?

না, প্রত্যেক বন্দীর অকাল মুক্তির (PREMATURE RELEASE) অধিকার নেই, যদিও এক্ষেত্রে কোন বন্দী ১৪ থেকে ২০ বছর ধরে কারাগারে বন্দী জীবন কাটালে অথবা সাজার মেয়াদের নির্দিষ্ট কিছু অংশ কারাগারে কাটালে অকাল মুক্তির (PREMATURE RELEASE) জন্য বিবেচিত হন, এই ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্যে আইন আছে, বন্দীদের অকাল মুক্তি (PREMATURE RELEASE) পাবার অধিকার আছে ।

কারাদন্ড সম্পাদন (EXECUTION OF SENTENCES), বদলী (TRANSFERS) এবং মুক্তি (RELEASE)

৮১. কারা দন্ডের সময় কাল (EXECUTION OF SENTENCES) কি ভাবে হিসাব করা হয় ?

পঞ্জিকার হিসাবে দিন, মাস এবং বছরের নিয়মে কারা দন্ডাদেশের সময়সীমা নির্ধারন করা হয় । যাবজ্জীবনের অর্থ হলো সম্পূর্ন জীবন কাল, যখন একজনের কারাবাসের সময়কাল (EXECUTION OF SENTENCES) হিসাব করা হয় তখন দেখা হয় সেই ব্যক্তির সাজার মেয়াদ কবে থেকে শুরু হয়েছিলো এবং তার মুক্তি পাবার দিন দুইটিই। ধরা যাক, একজন ব্যক্তির জানুয়ারী মাসের ১ তারিখে ১ মাসের সাজা হলো, সেক্ষেত্রে তার মুক্তির দিন ৩১ শে জানুয়ারী হবে কখনোই ১ লা ফেব্রুয়ারী হবে না । বিচারালয়ের নির্দেশে যে দিন উল্লেখ করা থাকবে তার পরে একদিনও সেই বন্দীকে কারাগারে রাখার নিয়ম নেই ।

৮২. এককভাবে এবং ধারাবাহিক (CONCURRENT AND CONSECUTIVE) দন্ডাদেশ এর অর্থ কি ?

কোন বন্দীর সাজা বিভিন্ন অপরাধের জন্য হতে পারে, সে ক্ষেত্রে বিচারপতি তাকে একসাথে অথবা পর পর ধারাবাহিক ভাবে শোনাতে পারেন । এক্ষেত্রে সমস্ত সাজাই একসাথে চলবে । যথা- একজন বন্দীর

৫ বছর এবং ৭ বছরের সাজা ঘোষনা হলো, সেক্ষেত্রে ৭ বছর এককভাবে কারাবাস করতে হবে এবং উপর্যপরি ১২ বছর সাজা ভোগ করতে হবে । কোন অর্থ দিতে অপারগ হলে সাধারনত যে কারাবাস করতে হয় সেটি একত্রে না হলেও চলে ।

৮৩. কখন একজন বন্দীকে অন্য কারাগারে বদলী (TRANSFERRED) করা হয়ে থাকে?

একজন বন্দীকে এক কারাগার থেকে অপর কারাগারে বদলী (TRANSFERRED) করা হয়ে থাকে বিভিন্ন কারনে, তার মধ্যে থাকে:-

ক) চিকিৎসা জনিত কারনে,

খ) বিচারালয়ে হাজিরা ও প্রমান দাখিলের জন্য,

গ) বাড়ীর নিকটবর্তী জেলায়,

ঘ) নিরাপত্তা জনিত কারনে,

ঙ) মানবিকতার কারনে, তার পুর্নবাসনের উদ্দেশ্যে ।

৮৪. কারাগার থেকে একজন বন্দী (PRISONER) মুক্তির (RELEASE) সময় কি কি ঘটনা ঘটে ?

কোন বন্দী কারাগারে আসার প্রথম দিন যে খাতায় তার সকল বৈশিষ্ট্য লিখে রাখা হয় সেই খাতার সাথে মুক্তির দিন সকল বিষয় ভালো করে মিলিয়ে নিতে হয় অথবা কারা পরিচালনা ব্যবস্থার সফটওয়্যারের সাথে তা মিলিয়ে নিতে হয় । মুক্তির (RELEASE) সময় তার মূল্যবান জিনিস (যথা - টাকা পয়সা, অলঙ্কার, ব্যাঙ্কের জমা খাতা ইত্যাদি) তাকে ফেরত দিতে হয় । কারাবাসের সময় বন্দীর শ্রমের অর্জিত অর্থ ব্যাঙ্কের জমা খাতায় তুলে রাখা হয়, যদি তা না করা হয় তাহলে মুক্তির দিন তার হাতে সম্পূর্ন অর্থ নগদে তুলে দিতে হয় ।

এই সকল কর্ম সম্পাদন হলে কারাধক্ষ্য অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারীক মুক্তির অনুমতি দেন । মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীর নাম খাতায় লেখা হয় এবং সেই সঙ্গে কারা পরিচালনা ব্যবস্থার সফটওয়্যারে ‘বাহির’ কথাটি লিখতে হয় । কারাগার থেকে বন্দী মুক্তির (RELEASE) সময় সেই খাতায় বন্দীর সহি বা টিপ সহি করা বাধ্যতামুলক । সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের মুক্তি পাবার সংশাপত্র কারাগার থেকে প্রদান করা হয় ।

৮৫. কোন বন্দীর সাজার মেয়াদ শেষ হবার পরেও মুক্তি (RELEASE) না পেলে কার কাছে অভিযোগ জানানো যায় ?

কোন বন্দীর সাজার মেয়াদ শেষ হবার পরেও মুক্তি (RELEASE) না পেলে তৎক্ষনাৎ সেই ব্যাপারে কারা আধিকারীক, তার উকিল, আইনি সহায়তা কেন্দ্রে এবং তার পরিবারের সদস্যদের জানাতে পারেন । উক্ত বন্দী তাকে মুক্তি দিতে দেরি করার কারন জানতে চেয়ে কারাধক্ষ্য কে আবেদন করতে পারেন । কেউ আবার এই ব্যাপারে পরিদর্শনকারী বিচারপতিগনকে অথবা বিচারাধীন বন্দী পর্যালোচনা সমিতির সদস্যদের কাছে লিখিত ভাবে অথবা উচ্চ আদালতের মুখ্য বিচারপতির কাছে লিখিত ভাবে জানাতে পারেন ।

৮৬. কারাগারে কোন বন্দীদের দুর্বল শ্রেনী (VULNERABLE) বলে ধরা হয়?

কারাগারে কিছু শ্রেনীর লোক কে দুর্বল শ্রেনী (VULNERABLE) বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে, এবং যাদের অতিরিক্ত মনোযোগ ও সুরক্ষা প্রয়োজন হয় । কিছু ব্যক্তি থাকেন যাদের অপর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা এবং বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন । এই শ্রেনীর লোকেরা কারাগারে বিভিন্ন ভাবে নাস্তানাবুদ হয়, তারা শারিরীক এবং মানসিক ভাবে অপব্যবহৃত হয় এবং হিংস্রতার, জাতিগত, শারিরীক অক্ষমতা, যৌন হিংস্রতার শিকার হয় । এই দলে মহিলা বন্দীরা এবং শিশু ও বিদেশী বন্দী, মৃত্যু দন্ডপ্রাপ্ত, তরুন অপরাধী, শারিরীক ও মাসসিক ভাবে প্রতিবন্ধী এবং বৃদ্ধ ও দুর্বল বন্দীরা পড়ে ।

৮৭. এই ধরনের দুর্বল শ্রেনীর (VULNERABLE) বন্দীদের জন্য কি ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন ?

মহিলা (WOMEN) -

ক) মহিলা বন্দীদের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা হয় এবং সেখানে মহিলা কর্মী মোতায়েন থাকে ।

খ) মহিলা বন্দীরা কারাগারে আসার প্রথম দিন একজন মহিলা ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার শরীর তল্লাশী করেন । যদি লক্ষ্য করা যায় তিনি সন্তান সম্ভবা সেক্ষেত্রে শীঘ্র তাকে কোন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরীক্ষা করানো হয় এবং জন্মপূর্ব ও জন্মপরবর্ত্তী প্রয়োজনীয় তদারকি করা হয়, এছাড়া তাকে বিশেষ ধরনের খাদ্য দেওয়া হয় ।

গ) ঐ মহিলা বন্দীর স্বাস্থের বিশেষ যত্ন নেওয়া হয় এবং তার স্বাস্থ্য সর্ম্পকিত গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় ।

শিশু বন্দী (CHILDREN) -

ক) কারাগারে কোন শিশু জন্মগ্রহন করলে তার নথি সেখানকার জন্মনিয়ন্ত্রন আফিসে নথিভুক্ত করতে হয়, সেখানে সে কারাগারে জন্মগ্রহন করেছে বলে উল্লেখ থাকে না ।

খ) শিশুটি তার মায়ের সাথেই কারাগারে থাকতে পারে - অথবা কিছু ক্ষেত্রে তার পিতার সাথেও থাকতে পারে - ছয় বছর বয়স হলে শিশুটিকে তার পরিবারের কাছে অথবা কোন থাকার জায়গা না থাকলে তখন তাকে শিশু নিকেতনে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয় থাকে ।

গ) শিশুটিকে জলবায়ু অনুযায়ী জামাকাপড়ের ব্যবস্থা কারাগার থেকেই করা হয় ।তার প্রয়োজন অনুযায়ী সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয় এবং বিভিন্ন টিকা ও পোলিওর টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে ।

ঘ) সেই শিশুটিকে যথাযথ খেলাধুলা করার এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় । শিশুটির মা যখন কারাগারের অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকে তখন তাকে দেখভালের জন্য একজন মহিলা কর্মীর দায়িত্বে শিশুদের স্কুল বা শিশুদের দেখভাল করার স্থানে রাখা হয় ।

তরুন বন্দী (YOUNG) -

ক) ১৮ থেকে ২১ বছর বয়সি বন্দীদের কারাগারে অন্য বন্দীদের থেকে আলাদা করে রাখা হয় ।

খ) ১৮ বছরের কম বয়সি অপরাধীদের কারাগারে রাখা হয় না । যদি কোন অপরাধী দাবী করে সে ১৮ বছরের কম বয়সি তখন আদালতের এবং আইনি সহায়তা কেন্দ্রের অনুমতি সাপেক্ষে তাকে স্থানীয় শিশু কল্যান সমিতিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে ।

গ) তাদের সুষম খাদ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে ।

ঘ) তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়, বিশেষ জোর দেওয়া হয় শারিরীক এবং শরীর শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, বৃত্তিগত প্রশিক্ষন, কলা ও হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে ।

বিদেশী বন্দী (FOREIGN NATIONAL) -

ক) কোন বিদেশী বন্দী কারাগারে আসার পরেই কারাধক্ষ্য সেই বন্দীর ব্যাপারে সেই দেশের দূতাবাসে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র পাঠিয়ে দেন।

খ) বিদেশী বন্দী কারাগারে আসার পরেই সে দেশের দূতাবাসের আধিকারিকদের সাথে তাকে কথা বলার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে ।

গ) তাকে তার পরিবার, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব কে চিঠি লেখার

জন্য ডাকটিকিটের অনুমতি দেওয়া হয় । যদি বন্দীর কোন অর্থ কারাগারে জমা না থাকে তাহলে কারাগার থেকে কোন ডাকটিকিট প্রদান করা হয় না ।

ঘ) বিদেশী বন্দীরা তার পরিবারের সাথে Video Conferencing এবং e-mail করার সুযোগ পায় ।

ঙ) বিদেশী বন্দীরা কারাগারে আসার সাথে সাথে তার জাতীয়তা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয় ।

বিশেষ ভাবে সক্ষম (DIFFERENTLY ABLED) এবং মানসিক প্রতিবন্ধী (MENTALLY ILL) বন্দী -

ক) বিশেষ ভাবে সক্ষম বন্দীরা সাধারন বন্দীদের মতোই সমস্ত কাজ এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করার সুযোগ পায় ।

খ) বধির বন্দীরা দোভাষী পেয়ে থাকে ।

গ) মানসিক ভাবে প্রতিবন্ধী বন্দীরা সঠিক চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকে এবং তাদের প্রতি মাসে নিয়ম করে পরীক্ষা করা হয় যাতে তাদের অযথা ও দীর্ঘ সময় ধরে কারাবাস করতে না হয় ।

মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত (DEATH-ROW) বন্দী -

ক) এই ধরনের বন্দীদের তাদের পরিবারের সাথে, আত্মীয়, বন্ধু, উকিলের সপ্তাহে একবার অথবা প্রয়োজন মতো একজন কারা আধিকারীকের উপস্থিতিতে দেখা করতে পারে ।

খ) সেই বন্দী যে ধর্মে বিশ্বাসী সেই ধর্মের একজন সন্ন্যাসীর/যাজকের সাথে তার যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয় ।

গ) তাকে ধর্মীয় বই, ছবি এবং প্রতীক, দৈনিক সংবাদপত্র, বই এবং লেখাপড়ার সরঞ্জাম ইত্যাদি রাখার অধিকার দেওয়া হয়।

ঘ) তাদের আলাদা ঘরে রাখা হয় এবং সেখানে দিনে-রাতে একজন রক্ষী উপস্থিত থাকে ।

অপরাধীর বিচারের বিভিন্ন ধাপ -

৮৮. বিচার কি (TRIAL) ?

অপরাধীর বিচার একটি পক্রিয়ার মাধ্যমে হয় যেখানে ঘটনা ও প্রমান তদন্ত করা হয়, যুক্তি-তক্কো, আত্মপক্ষ সর্মথন বিচারের একটি অঙ্গ, এবং ইহার উপর বিচারপতি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন ।

৮৯. বিচারের (TRIAL) বিভিন্ন ধাপ গুলি কি কি ?

১ গ্রেফতার (ARREST) - কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ সংগঠিত করলে বা তার সাথে যুক্ত থাকলে, যদি তাকে বন্দী করা হয়, তখন তাকে গ্রেফতার বলে । গ্রেফতার করার পরে তাকে থানাতে নিয়ে যাওয়া হয়। যদি ঘটনাটি বিশ্বাস যোগ্য মনে না হয় তাহলে পুলিশ আধিকারীক জামিনের ব্যবস্থা করে তাকে মুক্তি দিয়ে দেন।

২ হাজিরা (PRODUCTION) - গ্রেফতার করার ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোন বিচারকের নিকট হাজির করাতে হবে । বিচারালয়ে পুলিশ সেই সর্ম্পকীয় তদন্ত রিপোর্ট পেশ করেন । পুলিশ তার তদন্ত রিপোর্ট শেষ করার জন্য অপরাধীকে নিজেদের হেফাজতে রাখার ব্যাপারে আবেদন করতে পারেন । বিচারপতি সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে সেই ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে অথবা জেল হেফাজতে পাঠাতে পারেন অথবা জামিনের বা মুক্তির আদেশ দিতে পারেন ।

৩ অপরাধের ধারা (CHARGE) - অপরাধের ধারা উল্লেখ করে একটি নির্দেশিকা তৈরী করা হয়, সেই ঘটনার তদন্ত শেষ করে পুলিশ বিচারালয়ে একটি তদন্ত রিপোর্ট জমা করে, তদন্ত রিপোর্ট পরীক্ষা করে বিচারালয় থেকে একটি চার্জ গঠন করা হয় এবং সেটি তাকে শোনানো হয় । সেই ব্যক্তির উপর যে চার্জ গঠন করা হয়েছে সেটি সে মেনে নেবে না নেবেনা, সে অপরাধী কিংবা অপরাধী নয় তা বিচার করার অধিকার সেই ব্যক্তির থাকে ।

৪ বিচার (TRIAL) -
যেক্ষেত্রে অপরাধী তার দোষ স্বীকার করে না বা নিজেকে দোষী মনে করে না সেক্ষেত্রে সেই বিষয়টি বিচারের জন্য নির্ধারিত হয়, একটি বিচার কয়েকটি ধাপে হয় থাকে, যেমন -

ক) ফৌজদারী ধারার ৩১৩ অনুযায়ী ধৃত ব্যক্তির মুচলেকা নেওয়া হয়।
খ) মৌখিক এবং লিখিত প্রমান
গ) সরকারী উকিল ও বাদী পক্ষের উকিলের মধ্যে যুক্তি-তক্কো ।
ঘ) বিচারের রায় ঘোষনা ।

৫ আবেদন - বিচারের নির্দেশে বাদী পক্ষ ক্ষুব্ধ হলে বা খালাস পেলে, সাজাপ্রাপ্ত হলে বা সাজার মেয়াদ কমানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন করতে হবে এর।

৬ দন্ডাদেশ অথবা বেকসুর খালাস - বিচার প্রক্রিয়া শেষ হবার পরে যদি বিচারক তাকে নির্দোষ মনে করেন তাহলে তাকে সেই কেস থেকে তাকে অব্যহতি বা মুক্তি দিতে পারেন, অপর ক্ষেত্রে তাকে যাবজ্জীবন সাজা শোনাতে পারেন ।.

৯০. কোন বন্দীকে আদালতে (COURT) হাজির (PRODUCTION) করানোর দায়িত্ব কার উপর থাকে ?

প্রত্যেক বন্দীকে তার হাজিরার (PRODUCTION) দিন অবশ্যই বিচারালয়ে (COURT) হাজির থাকতে হয় । হাজিরার শুনানি (HEARING)- অভিযোগ পত্রে নথিবদ্ধ করার প্রথম পদক্ষেপ - বন্দীদের অনেক সময় Video Conference এর মাধ্যমে বিচারকের সামনে হাজির করানো হয়, যদিও শুনানির সময় শারিরীক উপস্থিতি বিশেষ প্রয়োজন । পুলিশের দায়িত্ব বিচারালয়ে বন্দীকে নিয়ে যাবার ও ফেরত আনার, কারা প্রশাসনের প্রয়োজন অনুযায়ী আসামিকে বিচারালয়ে হাজির করানোর জন্য কতজন পুলিশ দরকার তা জানাতে হয় ।

৯১. উপযুক্ত সংখ্যার পুলিশ না পাওয়া গেলে অথবা অন্যান্য প্রশাসনিক কারনে, বন্দীর হাজিরার দিন, বন্দীকে আদালতে উপস্থিত না করানো হলে বন্দীর করনীয় কি ? যদি বন্দীকে বিচারালয়ে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু বিচারকের সামনে শারীরিক ভাবে হাজির করানো না হয় তখন করনীয় কি ? যখন Video Conference এর মাধ্যমে বিচারকের সামনে হাজির করানো হয় কিন্তু তাকে বিচারকের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ না দেওয়া হয় ?

উপরিউক্ত বিষয় গুলির ক্ষেত্রে, উক্ত বন্দী সেই মূহুর্তে তা উকিলের মাধ্যমে বা আইনি সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে তাকে বিচারকের সামনে হাজির করানো হয়নি এই ব্যাপারে এবং তাকে যাতে দ্রুত শারীরিক ভাবে বিচারকের সামনে হাজির করানো হয় তা আবেদন করে একটি দরখাস্ত বিচারালয়ে জমা দিতে পারে ।

৯২. বিচার্য (COGNIZABLE) এবং অজ্ঞাত (NON-COGNIZABLE) অপরাধ কি ?

যে ক্ষেত্রে পুলিশ আধিকারীক কোন সমন ছাড়াই গ্রেফতার করতে পারে তাকে বিচার্য (COGNIZABLE) অপরাধ বলে, অর্থাৎ যে গুলি সচারচর গুরুতর প্রকৃতির (যথা - খুন, ধর্ষন, পাচার ইত্যাদি)

যে ক্ষেত্রে পুলিশ আধিকারীক সমন ছাড়া গ্রেফতার করতে পারে না তাকে অজ্ঞাত (NON-COGNIZABLE) অপরাধ বলে, এগুলি তেমন ভাবে গুরুতর প্রকৃতির হয় না (যথা- হামলা, প্রতারনা, দুষ্টুমি ইত্যাদি)। এই ধরনের অপরাধের তদন্ত শুরু করতে গেলে পুলিশ আধিকারীক কে হাকিমের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহন করতে হয় ।

৯৩. জামিন যোগ্য (BAILABLE) এবং জামিন অযোগ্য (NON-BAILABLE) অপরাধ কি ?

ফৌজদারী আইন (CrPC) অনুযায়ী অপরাধ কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে জামিন যোগ্য এবং জামিন অযোগ্য অপরাধ । জামিন অযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে বন্দীর জামিন পেতে কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু জামিন যোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারালয়ের বিচক্ষনতা অনুযায়ী একজন বন্দীর জামানত অথবা ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি পাবার অধিকার আছে ।

৯৪. জামিন (BAIL) কি ? জামানত (SURETIES) এবং জামানত নামা (BONDS) কি ?

হাজিরার থেকে একজন বন্দীকে মুক্তি দেওয়া কে বলা হয় জামিন (BAIL), মুক্তিটি শর্তমুলক বা বিনা শর্তমুলক হতে পারে । কোন বন্দী

জামানত (SURETIES) অথবা ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি পাবার ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ বিচারালয়ে জমা রাখতে হয় । অনেক ক্ষেত্রে কোন বন্দী এক বা একাধিক জামানতের মাধ্যমে মুক্তি পেতে পারে, যেখানে তাকে নির্দিষ্ট সময়ে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া থাকে। জামানতের অর্থ জমা করতে না পারলে বা অন্য কোন ধরনের বেনিয়ম যাতে না হয় তার জন্য তাকে দিয়ে মুচলেকাতে সহি করিয়ে নেওয়া হয়। ব্যক্তিগত জামিনের ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিকে একটি খসরা পত্রে সহি করতে হয় যেখানে সে সমস্ত নিয়ম মেনে চলার জন্য মুচলেকা দেয় অন্যথায় অর্থ দন্ড ভোগ করতে হয় ।

৯৫. কোন বন্দী জামিনের অর্থ (BAIL AMOUNT) জোগাড় করতে না পারলে বা জামানতকারী (SURETY) না থাকে কি ঘটে ?

জামিনযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে যদি কোন বন্দী জামিনের অর্থ (BAIL AMOUNT) বা জামানতকারী (SURETY) জোগার করতে অক্ষম হয় এবং সাতদিন কারাবাসের মেয়াদ উর্ত্তীন করে তখন অভাবী ঘোষনা করা হয় এবং দ্রুত তাকে ব্যক্তিগত জামিনে মুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয় । জামিন অযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে তার উকিল বিচারকের কাছে জামিনের অর্থ কম করার আবেদন করতে পারেন, যদি বন্দীর কোন ব্যক্তগত উকিল না থাকে সেক্ষেত্রে উক্ত বন্দী কারা আইনি সহায়তা কেন্দ্রের কাছে সাহায্যের আবেদন করতে পারেন । এই সকল বিষয় বিচারাধীন পর্যালোচনা সমিতির কাছে পর্যালোচিত বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয় ।

৯৬. যখন একজন বন্দী জামিনে মুক্তির শর্ত মেনে চলতে পারে না তখন কি ঘটে ?

কোন সঠিক কারন দর্শতে না পেরে যখন একজন বন্দী তার হাজিরার দিন অনুপস্থিত থাকে তখন তাকে জামিন ঝাঁপ বলা হয় । সেক্ষেত্রে তাকে পুণঃরায় গ্রেফতার করা হয় এবং তার জামানতের অর্থ এবং জামানত জব্দ করা হয় ।

৯৭. সকল বন্দীর কি জামিনে মুক্তি পাবার অধিকার আছে ?

হ্যাঁ, ফৌজদারী আইন অনুযায়ী বন্দীদের জামিনের অধিকার সংবিধিবদ্ধ, যেক্ষেত্রে -

ক) জামিনযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশ আধিকারীক বা বিচারপতিগনের জামিন দেবার অধিকার আছে ।

খ) ফৌজদারী আইনের ১৬৭(২) ধারা অনুযায়ী একজন ব্যক্তি ধরা পরার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুলিশ আদালতে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পত্র পেশ করতে না পারলে তাকে জামিন দিতে হবে ।

গ) ফৌজদারী আইনের ৪৩৬এ ধারা অনুযায়ী একজন বন্দী তার সাজার মেয়াদের থেকে বেশী দিন ধরে কারাবাস করলে তাকে জামিনে মুক্তি দিতে হবে ।

ঘ) ফৌজদারী আইনের ৪৩৬এ ধারা অনুযায়ী একজন বন্দী তার সাজার মেয়াদের অর্ধেক সময় যদি কারাবাস করে ফেলে তখন তাকে জামিনে মুক্তি দিতে হবে ।

৯৮. একটি সাজা ঘোষনার সময় কি উচ্চারিত (PRONOUNCED) হয় ?

বিচারালয়ে যদি একজন বন্দী দোষী সাব্যস্ত হয়, বিচারক তখন তাকে 'আসামী' বলে উল্লেখ করে সাজা ঘোষনা করেন। তখন তিনি উপদেশ, ভাল ব্যবহারের পরীক্ষা কাল অথবা জরিমানা, কারাবাস অথবা মৃত্যু শাস্তি হিসাবে ঘোষনা করতে পরেন । যখন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন বন্দী সাজাপ্রাপ্ত হয় তখন তাকে আসামী বলা হয় । যদি কোন ক্ষেত্রে বিচারপতি মনে করেন কোন বন্দী দোষী নয় তখন তাকে জামিন বা জামানতকারী ছাড়াই দ্রুত মুক্তি দেওয়া হয় ।

৯৯. কি ভাবে একজন তাকে আসামী ঘোষনা (SENTENCE) করার বিরুদ্ধে আবেদন করতে পারেন ?

একজন ব্যক্তিকে আসামী সাব্যস্ত করার পর কিছু দিন সময় নির্দিষ্ট থাকে তার আবেদন করার জন্য এটি তার অধিকার । যদি বিচারালয়ে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পর দোষী সাব্যস্ত করে তখন তার আবেদন করার কোন সুযোগ থাকে না । বিচারালয়ে শুনানির সিদ্ধান্ত গ্রহন না হলে তখন তাকে সময়িক ভাবে জামিনে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে, যাকে বলা হয় কারাদন্ড রদ অথবা সাধারন জামিনে মুক্তি ।

১০০. কোন বন্দী উকিল (LAWYER) নিযুক্ত করতে অপারগ হলে কি ভাবে সে তার শুনানির আবেদন করতে পারে ?

যদি কোন বন্দী বা তার পরিবার কোন উকিলের (LAWYER) পারিশ্রমিক দিতে অপারগ হয় সেক্ষেত্রে সে তার শুনানির আবেদন উচ্চ আদালতের আইণি সহায়তা সমিতি বা প্রধান আদালতের আইনি সহায়তা সমিতি অথবা কারা দপ্তরের আইণি সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে একজন উকিল নিযুক্ত করার জন্য এবং তার শুনানি শুরু করার জন্য আবেদন করতে পারেন ।

১০১. কি ভাবে কোন বন্দী বা তার পরিবার কেসের শুনানির অগ্রগতি (TRACK STATUS OF TRIAL OR APPEAL) সর্ম্পকে জানতে পারেন ?

কোন বন্দী বা তার পরিবার তার উকিলের মাধ্যমে তার কেসের শুনানির অগ্রগতি সর্ম্পকে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন ।কোন ব্যক্তি e-Court এর মাধ্যমে শুনানির অগ্রগতি সর্ম্পকে জানতে পরেন । এই বিষয়ে জেলা আদালত, উচ্চ আদালত, সর্ব্বোর্চ আদালতের যেকোন কেস সর্ম্পকে সহজেই তথ্য জানা যায় । এই ব্যাপারে আইনি সহায়তা কেন্দ্র, কারাকর্মী এবং অপর যে কেউ এই e-Court এর মাধ্যমে শুনানির অগ্রগতি সর্ম্পকে জানতে সাহায্য করে থাকে । যে কেউ আদালতের আইণি সহায়তা কেন্দ্র থেকে শুনানির অগ্রগতি সর্ম্পকে তথ্য পেয়ে থাকেন ।

বন্দীদের অধিকার

কারাবন্দী হলেও ভারতের সংবিধানের সমস্ত মৌলিক অধিকার কারাবাসীদের জন্য প্রদত্ত । নীচে প্রদত্ত অধিকার এবং দায়িত্বগুলি সম্পূর্ণ নয় ।

মানুষের মর্যাদার অধিকার :

- শরীর এবং মনের অখন্ডতার অধিকার এবং মৌলিক মানবিক মর্যাদার সাথে আচরণ করার অধিকার ।
- নির্যাতনের বা নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে অধিকার । অমানবিক বা অবমাননাকর বা শাস্তি বা কোন ও প্রকার আপত্তি বা দমন ।
- আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের সাপেক্ষে মৌলিক অধিকার ভোগ করার অধিকার ।
- চেইন এবং শিকল দিয়ে বেঁধে রাখার বিরুদ্ধে অধিকার ।
- কারাগারে প্রথম প্রবেশের সময় ডাক্তারী পরীক্ষার অধিকার ।
- অযৌক্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষার অধিকার ।
- মানব ব্যক্তিত্বের আম্পূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম নেওয়ার অধিকার ।

মৌলিক সর্ব্বনিম্ন প্রয়োজনের অধিকার :

- আইনের অধীনে গ্রহনযোগ্য বন্দীদের সুযোগ-সুবিধাগুলি অবহিত করার অধিকার ।
- পর্যাপ্ত খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা, পরিস্কার এবং পর্যাপ্ত পানীয় জলের অধিকার ।
- বসবাসের ব্যবস্থা, স্যানিটেশন এবং পরিস্কার ও হাইজনিক ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি পাওয়ার অধিকার ।
- পর্যাপ্ত পোশাক, বিছানাপত্র এবং অন্যান্য প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধাগুলি পাওয়ার অধিকার ।
- মুক্ত বাতাস পাওয়ার অধিকার ।
- সরকারী দৈনিক নুন্যতম মজুরী সকল বন্দীদের পাওয়ার অধিকার ।
- কারাগারের নিরাপত্তা বা কারাগারের সুরক্ষার ক্ষেত্রে এ জাতীয় যুক্তিসঙ্গত সীমা সাপেক্ষে কারও ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসরণ করার অধিকার ।
- প্যারোল এবং সাময়িক ছুটির জন্য কোনও অপরাধীর বিবেচিত হওয়ার অধিকার ।

যোগাযোগের অধিকার :

- বাইরের বিশ্বের সাথে যোগাযোগের অধিকার : পরিবার এবং আইনজীবীদের সাথে ধারাবাহিক সাক্ষাৎকারের অধিকার ।
- পরিবার বা বন্ধুকে তার কারাবাস বা অন্য কারাগারে স্থানান্তর সম্পর্কে বা কোন গুরুতর অসুস্থতা বা আঘাত সম্পর্কে অবহিত করার অধিকার ।
- বিদেশী নাগরিকদের তাদের আটকের বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়ার জন্য দূতাবাস / কনস্যুলেট / কূটনৈতিক মিশনের সাথে যোগাযোগ করার অধিকার, আইনী সহায়তা এবং প্রত্যাবাসন ।
- কারা লাইব্রেরির মাধ্যমে ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র, বই, জার্নাল এবং সাময়িকীতে বাইরের বিশ্বের তথ্য পাওয়ার অধিকার ।

মহিলা এবং শিশু অপরাধীদের কারা-অন্তরালে অধিকার :

- পুরুষ বন্দীদের থেকে সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা ভাবে থাকার অধিকার ।
- মহিলা বন্দীরা তাদের শিশুর ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিজের কাছে রাখতে পারে ।
- শুধুমাত্র মহিলাদের কর্মীদের দ্বারা তল্লাশী এবং অনুসন্ধান করার অধিকার ।
- সন্তান সম্ভবা মহিলা বন্দীদের নিকটবর্ত্তী সরকারী হাসপাতালে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার অধিকার ।
- মহিলা বন্দীদের প্রসব পূর্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী যত্নের জন্য ন্যূনতম সুবিধাগুলি পাওয়ার অধিকার ।
- শিশুর জন্ম সার্টিফিকেটে কারাগারে জন্মেছে তা উল্ল্যেখ না করার অধিকার ।
- শিশুদের খাদ্য, বাসস্থান, জামাকাপড়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং বিনোদনমূলক কার্যকলাপে অংশগ্রহন করার অধিকার ।
- শিশুদের নিয়মিত টীকা প্রদান এবং একজন মহিলা ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর অধিকার ।

বন্দীদের কাজকর্ম :

- কারা দপ্তরের আইন এবং নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে ।
- কারাগার পরিচালনা করার জন্য কারাকর্মীদের সহযোগীতা করা ।
- কারা অভ্যন্তরে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে এবং নিয়ম মেনে থাকা ।
- কারা অভ্যন্তরে কোন অপ্রীতিকর বা অযাচিত দুর্ঘটনা সর্ম্পকে কোন খবর জানলে তা কারা আধিকারীকে জানানো ।
- অভিযোগ নিস্পত্তি করা এবং অন্যকেও এই ব্যপারে উৎসাহিত করা, তবে কোন মিথ্যা অভিযোগ করা বা কারাগারের অভ্যন্তরে কোন আন্দোলন /বাধাগ্রস্ত করতে সহায়তা থেকে বিরত থাকা ।
- প্যারোল থেকে ফেরার পরে সঠিক সময় কারাগারে ফিরে আসা ।
- কারা অভ্যন্তরে কোন রকম নিষিদ্ধ বস্তু নিজের কাছে না রাখা ।
- কারাগারের কোন জানলা, দরজা, তালা ইত্যাদি ভাঙচোর না করা এবং সরকারী সম্পত্তির যত্ন গ্রহন করা ।
- কারাগারের জন্মগত সংশোধনমূলক পরিবেশ সংরক্ষণ এবং প্রচার করা।
- সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের যে কাজে নিয়োজিত করা হয় তা সঠিক ভাবে করা ।
- কারাগারের প্রত্যেক বন্দী, কারাকর্মী এবং অন্যান্য লোকেদের যথাযথ সন্মান প্রদর্শন করা ।
- কারা অভ্যন্তরে ধর্মীয় অনুভূতি, বিশ্বাস এবং অন্য ব্যক্তির বিশ্বাসকে আঘাত না করা ।

কমনওয়েলথ মানবাধিকার উদ্যোগ (CHRI) কার্যক্রম

কমনওয়েলথ মানবাধিকার উদ্যোগ (CHRI) বিশ্বাস করে যে, কমনওয়েলথ এবং এর সদস্য দেশগুলিকে অবশ্যই জবাবদিহি এবং অংশগ্রহনের জন্য উচ্চমানের এবং কার্যকরী পদ্ধতিতে আবদ্ধ থাকতে হবে । মানবাধিকার, স্বচ্ছ গণতন্ত্র এবং স্থায়ী উন্নয়নের জন্য এটি প্রয়োজনীয়, কমনওয়েলথ মানবাধিকার উদ্যোগ (CHRI) ন্যায় বিচারের এবং তথ্যের কৌশলগত উদ্যোগ এবং মানবাধিকার বিষয়ক উকিল সম্পর্কে কাজ করে থাকে । এটি গবেষণা, প্রকাশনা, কর্মশালা, বিশ্লেষন, সংহতিকরন, প্রচার ও উকিলের উপর আলোকপাত করে এবং নিম্নলিখিত মূল কর্মসূচিকে অবহিত করে ।

১. ন্যায়বিচার অ্যাক্সেস (ATJ)

পুলিশ সংস্কার : অনেক দেশে পুলিশ নাগরিক অধিকার রক্ষাকারী হিসাবে রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের একটি অত্যাচারী উপকরন হিসাবে রয়েছে, যাহা ব্যাপক ভাবে অধিকার লঙ্ঘন এবং ন্যায়বিচার অস্বীকারের দিকে পরিচালিত করে। কমনওয়েলথ মানবাধিকার উদ্যোগ (CHRI) পদ্ধতিগত সংস্কারকে উৎসাহ দেয় যাতে পুলিশ আইন প্রয়োগের পরিবর্তে আইন প্রয়োগের সমর্থক হিসাবে কাজ করে । কমনওয়েলথ মানবাধিকার উদ্যোগ (CHRI) এর কর্মসূচির লক্ষ্য পুলিশ সংস্কারের জন্য জনসাধারনের সমর্থন জোগাড় করা এবং এই ইস্যুতে নাগরিক সমাজের ব্যস্ততা বাড়িয়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করা। পূর্ব আফ্রিকা এবং ঘানা তে কমনওয়েলথ মানবাধিকার উদ্যোগ (CHRI) এ পুলিশ জবাবদিহিতা এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ পরীক্ষা করে ।

আমরা বর্ণ এবং লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য বিরোধী একটি পোর্টফোলিও যুক্ত করার প্রচার করছি ।

কারা সংস্কার : কারাগারে কমনওয়েলথ মানবাধিকার উদ্যোগ (CHRI)- এর কাজ প্রথাগত ভাবে বন্ধ হওয়া সিস্টেমের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং অপব্যবহারের বিষয়টি উন্মোচন করা । কারাগারে উপচে পরা ভির সামলানোর জন্য আইনী ব্যবস্থার বিশিস্টতা বাদ দিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে কারাগারে আটক করে রাখা ব্যবস্থার পরিবর্তন করা । আমরা কারাগারের নজরদারি সিস্টেমগুলিকে পুনরুদ্ধার করতে আইনী সহায়তা এবং নীতিগত পরিবর্তনগুলির সহিত ও উকিলের সহিত যুক্ত থাকি । এই ক্ষেত্রগুলির দিকে মনোযোগ করার ফলে কারা ও বিচারের শর্তগুলিতে প্রশাসনের উন্নতি সাধন করতে পারে

২. তথ্য গ্রহন

কমনওয়েলথ মানবাধিকার উদ্যোগ (CHRI) তথ্য অ্যাক্সেস প্রচারে কাজ করে এমন একটি মূল সংস্থা হিসাবে স্বীকৃত । এটি অন্যান্য দেশগুলিকে তথ্যের অধিকার কার্যকর করার এবং কার্যকর করতে উৎসাহিত করে । এটি নিয়মিত আইন প্রণয়নের বিকাশে সহায়তা করে এবং বিশেষ করে ভারত, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্থান, বাংলাদেশ, ঘানা এবং আরও সম্প্রতি ঘানার কেনিয়া তে তথ্য অধিকার আইন এবং অনুশীলনের প্রচারে বিশেষভাবে সফল হয়েছে। কমনওয়েলথ মানবাধিকার উদ্যোগ (CHRI) হলো সমজের সাথে তথ্যের অধিকারের মেলবন্ধন । আমরা নিয়মিত ভাবে নতুন আইনটির সমালোচনা করি এবং সরকার ও নাগরিক সমাজের জ্ঞানের মধ্যে আইনগুলির খসড়া করার সময় এবং সেগুলি প্রথমবার প্রয়োগের সময় হস্তক্ষেপ করি । প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করার পাশাপাশি সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্রময় বিচার বিভাগে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে । তথ্যেরে অধিকারে নতুন আইন বাতিল করতে চাইছে এমন দেশে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি আনতে আমরা সক্ষম । উদাহরণস্বরূপ ঘানা একটি তথ্য অ্যাক্সেসের মূল্য এবং কার্যকর আইন প্রবর্তনের জন্য জ্ঞানের প্রচার চালাচ্ছে ।

দক্ষিণ এশিয়া মিডিয়া ডিফেন্ডারের নেটওয়ার্ক (SAMDEN)

গ্রামীণ অঞ্চলে বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ার গণমাধ্যমের কাজগুলিতে ক্রমবর্ধমান হামলা এবং স্প্যাচ এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর চাপের বিষয়টি মোকাবিলার জন্য কমনওয়েলথ মানবাধিকার উদ্যোগ (CHRI) মিডিয়া পেশাদারদের একটি আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে । এই নেটওয়ার্কটি, দক্ষিণ এশিয়া মিডিয়া ডিফেন্ডার নেটওয়ার্ক (SAMDEN) স্বীকৃতি দেয় যে এই জাতীয় স্বাধীনতা অবিভাজ্য এবং কোনও রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা হীন একটি সংস্থা । এটি একটি মূল পেশাদার মিডিয়া গোষ্ঠীর অধীনস্থ যারা ভয় পায়না এবং কোনও বৈষম্য সৃষ্টি করে না । দক্ষিণ এশিয়া মিডিয়া ডিফেন্ডারের নেটওয়ার্ক (SAMDEN) মিডিয়া সংকুচিত মিডিয়া স্পেস এবং প্রেসের স্বাধীনতার বিষয়গুলির উপর চাপ তুলে ধরে একটি ইন্টারেকটিভ ওয়েবসাইট প্লাটফর্ম তৈরি করছে। এটি একটি গণমাধ্যমকে একত্রিত করার জন্যও কাজ করছে যাতে সহযোগিতা এবং সংখ্যার মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধি পায় । সমবায়নের মূল ক্ষেত্রটি দক্ষিণ এশিয়া মিডিয়া ডিফেন্ডারের নেটওয়ার্ক (SAMDEN) তথ্য -আন্দোলনের অধিকার এবং কর্মীদের অধীকারের সাথে সংযুক্ত করে ।

৩. আন্তর্জাতিক অ্যাডভোকেসি এবং প্রোগামিং

কমনওয়েলথ মানবাধিকার উদ্যোগ (CHRI) মানবাধিকারের বধ্যবাধকতা সহ রাষ্ট্রসমূহের কমনওয়েলথ সদস্যদের পর্যবেক্ষন করে এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলিকে সমর্থন করে যেখানে সরকার, মন্ত্রিত্বমূলক কর্মকান্ড, জাতিসংঘ এবং মানবাধিকার ও জনগণের অধিকারের জন্য আফ্রিকান কমিশন রয়েছে । ধারাবাহিক কৌশলগত উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে কমনওয়েলথ সংস্কারের পক্ষে পরামর্শ করা, জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের কমনওয়েলথ সদস্যদের দ্বারা প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং সার্বজনীন পর্যায় পর্যালোচনা করা । আমরা মানবাধিকার রক্ষাকারী এবং নাগরিক সমাজের স্থানগুলির সুরক্ষার পক্ষে এবং কমনওয়েলথের জাতীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলির কার্যকারিতা পর্যবেক্ষন করার সময় তাদের শক্তিশালীকরনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করে থাকি ।

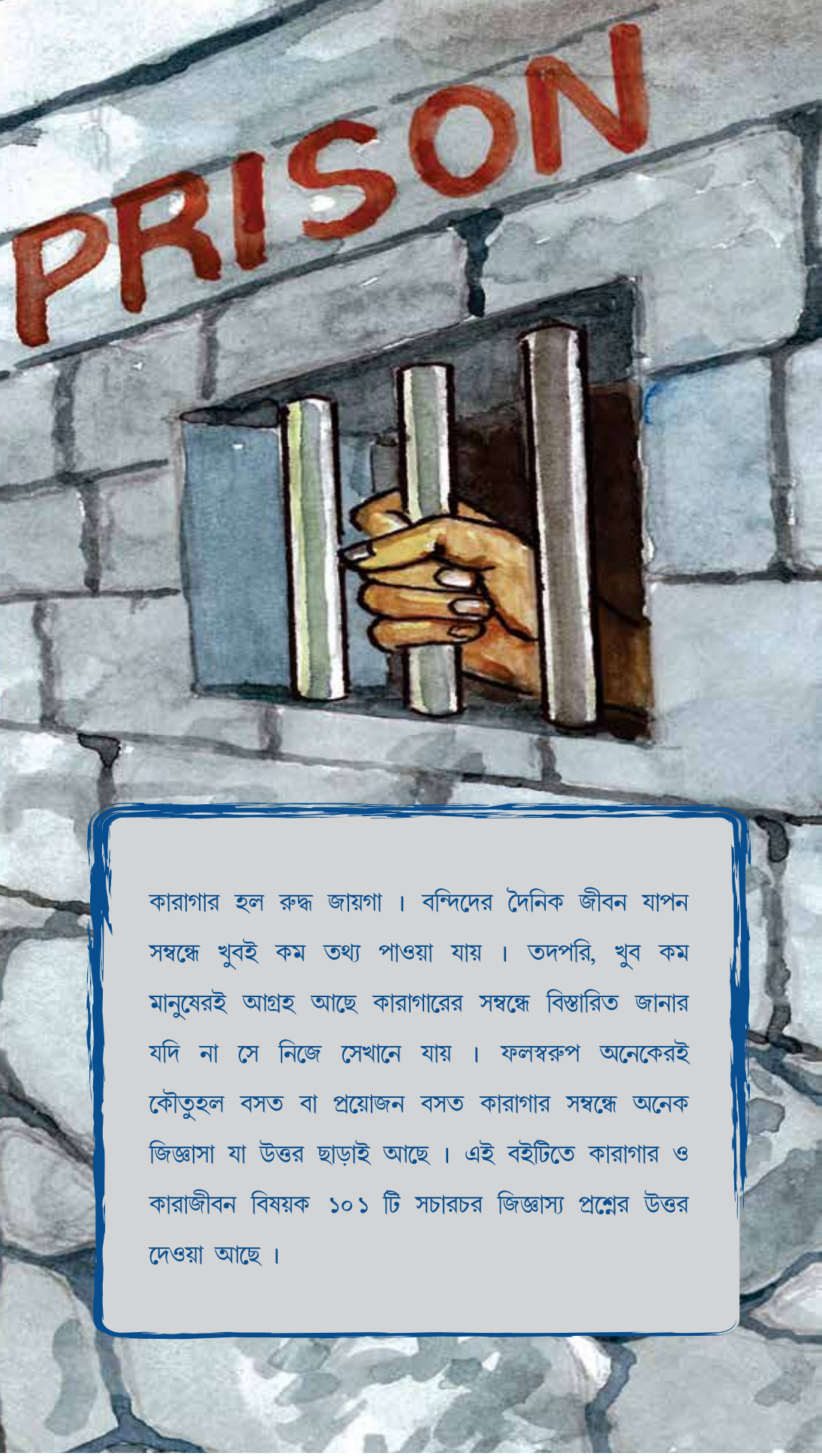

কারাগার হল রুদ্ধ জায়গা । বন্দিদের দৈনিক জীবন যাপন সম্বন্ধে খুবই কম তথ্য পাওয়া যায় । তদপরি, খুব কম মানুষেরই আগ্রহ আছে কারাগারের সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার যদি না সে নিজে সেখানে যায় । ফলস্বরুপ অনেকেরই কৌতুহল বসত বা প্রয়োজন বসত কারাগার সম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাসা যা উত্তর ছাড়াই আছে । এই বইটিতে কারাগার ও কারাজীবন বিষয়ক ১০১ টি সচারচর জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে ।

Commonwealth Human Rights Initiative
55A, Third Floor, Siddharth Chambers, Kalu Sarai,
New Delhi 110 016, India
Tel: +91 11 4318 0200, Fax: +91 11 2686 4688
E-mail: info@humanrightsinitiative.org